মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২৬
আশ্বিন, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩৩ ✪ অক্টোবর ২০২৬

নিষ্কাম কর্মপথে কর্ম সন্ন্যাসীর শিবত্ব প্রাপ্তি		৩
ব্রহ্মসত্যে হয়ে স্থিত হও পরমানন্দে পূর্ণ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ভগবানকে লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৪
ভগবানের প্রতি নির্ভরতা	প্রণবেশ রায়	১৬
সৃষ্টিকর্তার খোঁজে	পার্থসুন্দর ঘোষ	১৭
জীবনযজ্ঞে নিত্য সমর্পণ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
The Cosmic Mind	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	২১

সম্পাদক : রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক : বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : ৫ টাকা

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

নিষ্কাম কর্মপথে কর্ম সন্ন্যাসীর শিবত্ব প্রাপ্তি

নিষ্কাম কর্ম নিয়ে নানা ধারণা রয়েছে। বস্তুতপক্ষে নিষ্কাম কর্মের প্রত্যক্ষ অর্থ হল ভগবানে নিবেদিত বাসনা-কামনাবিহীন কর্ম। আধুনিক কর্মপথগুলির প্রায় সবই যুক্ত হয়ে রয়েছে কর্ম পথে প্রাপ্তির উপরে। এই কর্মপথ কোনও একটি বিশেষ ধরনের কর্মের জন্য এমন নয়, জগতের যা কিছু রয়েছে অথবা যা কিছু কর্ম হতে পারে সবই বিশেষ রূপে সম্পাদন করবার পথটিকে করতে হবে বাসনা বর্জিত। কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দু'টি দিক। একটি হল পরিপূর্ণতায় কর্মকে সম্পাদন করা। আর একটি হল কর্মের পথে কোনও কামনা-বাসনার দ্বারা পীড়িত না হওয়া। বাসনার বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে যদি কর্মপথে কেউ চলেছেন এগিয়ে তবে মনের মাঝে ঐ কর্ম বিহিত হয়। প্রয়াস যা ছিল ছিন্ন হয়ে সেসব কর্মকে ভগ্ন কর্মে পরিণত করে দেয়। কর্মের উদ্দেশ্য বা কর্মের পরিণতি যতটা ভাল এবং জগতের জন্য ব্যাপ্ত হতে পারা তার চয়ে কম হয়ে যায় যদি মনের আগ্রহটি হয়ে যায় কর্মফলের সঙ্গে যুক্ত। এমন ক্ষেত্রে তৈরী হয় অসম্পূর্ণ কর্ম যা ঐ কর্মের জন্য আরও বেশি করে বন্ধন রচনা করে। বাসনা বর্জনে কর্ম এনে দেয় মুক্তি।

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগত স্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি। (গীতা, ১৮/৪৯)

আসক্তির পাশ থেকে মুক্ত হয়েছে যদি মন-বুদ্ধি তবে হয়েছে শিবত্ব লাভের সূচনা। অন্তর বাইরের সব রকমের বন্ধন থেকে সরিয়ে নিতে হবে অন্তরের আস্পৃহাকে-জীবাত্মা হবেন সকল বাসনার প্রভা বর্জিত, নিরপেক্ষ। তবেই হবে ভগবানের জন্য প্রবল আকর্ষণ। কর্ম হয়ে চলেছে অত্যন্ত সুচারুভাবে সব সামর্থ-শক্তি-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে অথচ বহু কর্ম বা সামান্য কর্মও হয়ে চলেছে সম্পন্ন এমন আকর্ষণযুক্ত মনের আবেশ যখন হবে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত তখনই জীবের হয়েউঠবে কর্ম সন্ন্যাসের জীবন। এখন ভগবান স্বয়ংই এই কর্ম সন্ন্যাসীর হাত ধরে শিবত্বের প্রসাদে দেবেন ভরিয়ে।

কর্মপথের প্রয়াসী যখন নিজের ভোগ-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা ভুলে কর্মটি শ্রেষ্ঠপথে করতে এগিয়ে আসবেন ক্রমশঃই এই কর্ম তার সাধনের পথ খুলে দেবে। এখানে কর্মের বড় ছোট বিভাগ অথবা জগতের সব ক্ষেত্র থেকেই যেন ছুটে আসা কর্মপথ থেকে তিনি সরে আসবেন না। কর্মকে বরণ করে নেবেন। পূর্ণ শক্তিজ্ঞান আর প্রাণের-মনের-হৃদয়ের নিবেদন দিয়েই ভরিয়ে দিন কর্মপথকে। যেন প্রয়াসটি জগতের সেরা কর্ম প্রয়াস হয়ে ওঠে অথচ সেখান থেকে নিজের বা আপন জনের সুখ-তৃপ্তি-প্রাপ্তির দিকে নজর না দিয়ে ক্রম নিবেদন করবেন ভগবানের কাছে। এমন করেই ইনি হয়ে উঠবেন নিষ্কাম কর্মী বা কর্ম সন্ন্যাসী।

কর্ম ব্রহ্ম-উদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম-অক্ষরঃ সমুৎভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।। (গীতা. ৩/১৫)

জগতের সব কর্ম ভগবানেরই দান। তিনি কৃপাপরবশ হয়েই কর্মের প্রেরণা ও কর্ম সৃষ্টি করেছেন যে প্রকৃতই কর্ম করতে হয়েছে প্রস্তুত তারই জন্য। ব্রহ্ম সনাতন তাঁর অনন্ত সৃষ্টির রূপ মাঝে এনেছেন কর্মের প্রেরণা-বাসনা-কামনা বিবর্জিত হয়ে কর্ম প্রকাশের মধ্যেই হয়ে রয়েছেন একাত্ম-নিষিক্ত। সকল ধরনের কর্মই ভগবানের জগৎ বিকাশ। যিনি এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যে জগতের সব কর্মই ভগবানের দান। জগতের কর্মাদির মধ্যে তিনি ভগবানের প্রেরণার সংকেত ও দিব্যস্পর্শ পেয়ে যাবেন ভগবানের প্রতি অখণ্ড সমর্পণ আর ভালবাসায় নিবেদিত কর্মের মাধ্যমে। কর্মপথই এনে দেবে শিবত্বে প্রতিষ্ঠা।

নিষ্কাম কর্মীই হয়ে উঠবন কর্ম সন্ন্যাসী বিশেষ ক্ষেত্রে। নিষ্কাম কর্মীর মধ্যে কোনও কামনা-বাসনার বন্ধন থাকে না। কর্ম করবার পথে এই নিষ্কাম কর্মী কর্মের ফলাফলের দিকে বিশেষ নজর রাখবেন, কর্মের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবেন ও দৃঢ়তর করবেন। এমন করেই নিষ্কাম কর্মী ক্রমাগতভাবে নিজের স্বার্থ ছাড়াই কর্মের উদ্দেশ্য পূরণ করে এগিয়ে চলবেন নিজের মন-প্রাণ-হৃদয় ও অস্তিত্বের শক্তি দিয়ে। এই সব শক্তিই জগতের পটভূমিতে নড়চড় হয়ে যেতে পারে যদি আসে বড় মাপের কোনও প্রবল ধাক্কা। নিজের শক্তির দ্বারা সাধারণভাবে অর্জন ও বিজয় সম্ভব; কিন্তু এপথে যদি কোনওভাবে কখনও প্রবল ধাক্কায় সব বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। কর্ম সন্ন্যাসী হলেন তিনি যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করবেন ভগবানকে ঐ কর্ম অকুণ্ঠ সমর্পণ করে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মঃ অগ্নৌ ব্রহ্মণ আহুতম্।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। (গীতা. ৪/২৪)

প্রতিটি কর্মকণাই ভগবানের জন্য হয়ে উঠুক নিবেদন। এই জীবন যজ্ঞে কর্মপথে এগিয়ে চলবার প্রতিটি ক্ষণই ভগবানের প্রতি সমর্পিত মন-প্রাণ-হৃদয়ের ক্রমাগত আহুতি। যে কর্ম করতে হবে তারই কর্মভাবনা ভগবানে সমর্পণ করে চলতে হবে জীবনের কর্মপথ এগিয়ে। কর্মের প্রেরণা -চিন্তন-মনন সবই ক্রমান্বয়ে ভগবানের অনুধ্যানের প্রত্যহ বিষয় হয়ে উঠবে। নিবেদিত মন-প্রাণ-হৃদয় এমন নিবেদনের পথে সম্পূর্ণ বাসনা বর্জিত হয়ে ভালবাসায় সকল কর্মের সকল রকমের ফলাফল শ্রীভগবানে নিবেদন করবেন প্রতিক্ষণের কর্মপ্রয়াসে এই কর্মপথ তাঁর জন্য হয়ে উঠবে ব্রহ্মপথ। নিবেদিত কর্ম এই কর্ম সন্ন্যাসীর নিশ্চিত শিবলাভ।

কর্ম সন্ন্যাসী শুধু বাসনা-কামনা মুক্ত হয়ে কর্ম করবেন তাই নয় তিনি কর্মপথ থেকে হয়ে থাকবেন যেন মুক্ত। কর্মের জন্য আকুতি-আগ্রহপূর্ণ প্রচেষ্টা সশক্তির সমগ্রতায় করবেন কর্মসাধন কিন্তু প্রতিটি পর্বেই এই কর্মী ভগবানকে শরণ নেবেন, ভগবৎ চেতনের কাছে নিবেদন করবেন এমন যেন এই কর্মই তার পূজা। কর্মের চিন্তা-কর্ম বিশুদ্ধির ভাবনা এসব তার সাধন অঙ্গ। কর্ম হয়ে চলেছে ব্যক্তি স্বার্থ আসক্তি-মোহ-বন্ধন মুক্তি। প্রতিটি কর্মাঙ্গই এখন ভগবানের প্রতি নিবেদিত নির্বিশেষ পূজা। এমন কর্মই নিষ্কাম কর্মীর কর্ম সন্ন্যাস। তিনি হবেন শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই কর্ম সন্ন্যাসীর হবে নিত্য দিব্য চেতন লাভ।

—ঃঃ—

ব্রহ্মসত্যে হয়ে স্থিত হও পরমানন্দে পূর্ণ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ ব্যাপ্ত ব্রহ্মসত্য ঃ ব্রহ্মসত্যেরই একটি অঙ্গ জগৎ প্রকাশ। পূর্ণ সত্যের একটি অঙ্গ — এই জগৎ প্রকাশ। যেখানেই রয়েছে জীবনের স্পন্দন, রয়েছে ভগবত্তার আবেশ। যেন ভগবান সর্বত্র, বিরাজমান এটি জানবার পর্ব হয়েছে চেতন সংবিত ঐ সত্যকেই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া। এই অনন্ত প্রকাশ সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছেন তিনি। অথচ এই তাঁকেই এখন আবিষ্কার করতে হবে নিজ প্রয়াসের পথে এগিয়ে। জীবনে জীবন হয়েছেন তিনি। তিনিই আবার মানুষের মধ্যে হয়েছেন চেতন সঞ্চারী-চৈতন্য সত্তা। প্রাণের অভ্যন্তরের প্রাণ বিকাশে আদি মৌল কণা হয়ে তিনি প্রাণকে করেছেন শক্তিময়-দীপ্তিময়। তাঁরই শক্তির আশ্রয়ে মানবের জীবন-চলার শক্তি, মনের, প্রাণের মাঝে হয়ে রয়েছেন নিত্য বিকাশী সব শক্তির উর্ধ্বে উঠে আবার প্রাণবিকাশের সহযোগী হয়ে নিত্য বিকাশ দীপ্তি।

Rechard Feyaman realised that computers were becoming smaller and smaller. So he asked himself a simple question. How small can you make a computer?

He realised that in the future, transistors would become so small they would eventually become the size of atoms. In fact, he conjectured, the next frontier for physics could be to create machines as small as atoms, pioneering a growing field now called nanotechnology.

What limit does quantum mechanics place on tweezers hammers and wrenches that are the size of atoms? What is the ultimate limitation to a computer that computes on transistors the size of atmos?

He realised that in the atomic realm, new fantastic inventions are possible. The current laws of physics that we use on the macroscale become obsolete at the atomic scale, and we have to open our winds to entirely new possibilities. His ideas were first expressed in a speech he gave to the American physical society at Caltech in 1959, titled “There’s plenty of Room at the Bottom” anticipating the birth of a new science.In that pioneering article, he asked, ‘Why cannot we write the entire 24 valumes of the Encyclopedia on he head of a pin.’

(Michio Kaku Dr., Quantum Supremacy , (City Universityof New York), Vintage Books, A Division of Penguin Random House, LLC, New York, 2024, p. 63.)

জগৎ ব্যাপ্ত এই বৈচিত্রের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে মহা মাতৃকার পরশ, মা হয়ে করেছেন ধারণ সৃষ্টির সবটাই। সব প্রাণের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে মায়ের দীপ্তি। মায়ের এই মহৎ সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণের মাঝে দিয়েছে পরম সত্যের পরশ। পুরুষোত্তম হয়ে ভগবান যেমন অদৃশ্যে জগৎ মাঝে সার্বিকে বিরাজ করছেন আবার তেমনি হয়ে রয়েছেন সবারই দৃষ্টির অন্তরালে উপস্থিত সব হৃদয় মাঝে আত্মারূপে। প্রতিটি মানব রূপের মধ্যে তাঁর এই আত্মারূপে অবস্থানটি হয়েছে নিত্য স্থিতির দিব্য প্রকাশ। এই নিত্য স্থিতি সদা জাগ্রত জীবন বোধ হয়ে জগতের মাঝে যেন জড় পরিচয়ের আবর্তের মাঝে হয়ে রয়েছেন এক নির্মল সত্য প্রদীপ। হৃদয়ের মাঝে এক গোপন কোষে এই আত্মার অবস্থান। তিনি এই বিশাল আদি অন্তহীন সৃষ্টির যেন স্পন্দন করে দিয়েছেন প্রাণের মাঝে। প্রাণ হয়েছে চলমানতার শক্তির অধিকারী। এই শক্তির এক বিরাট অংশ জড় শক্তি। জগতের চিন্তা-কর্ম-জ্ঞান প্রভৃতির মূলে এই জীবন শক্তির অধিষ্ঠান। সৃষ্টির মাঝে তিনি জীব রূপের মাঝে এই দিব্য শক্তির আভা দিয়েছেন। জড় ব্যাপারে, জড় প্রয়োজনে দৈব ব্যাপার আর জৈব প্রক্রিয়ায় এই শক্তি ক্রমাগতভাবে বিনিয়োগ হয়ে চলেছে। চলমান রয়েছে জীবন। এই চলমানতার মূলে তারই দেওয়া শক্তির বিন্যাস হয়ে চলেছে। যদিবা কখনও জগতের মাঝে প্রাপ্ত এই প্রাণ শক্তিকে জীব সঞ্চালিত করে চলেছে অন্য সব কর্মে-চিন্তা, ভগবান ব্যতিরেকে। যখনই ফুটে উঠবে আকূতি ভগবানের জন্য জীবের জীবন মাঝে ভাস্বর হয়ে উঠবে নিত্য বিকাশী পরম সত্যের স্পন্দন।

দৈবী সংযোগের প্রয়াস তীর্থের উন্মেষ ঃ

অনাধৃষ্টানি ধৃষিতো ব্যাস্যন।
নিধীন অদেবান। অমৃনদয়াস্য।
মাসেব। সুর্যো বসু পর্যমা দদে গৃনাণঃ।
শক্রন্ অশৃনাৎ বরুক মতাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৮/৪)

ঐ সাধন প্রতিরোধী যা কিছু ছিল জগৎ মাঝে,
হয়েছি তার অন্তিম পর্ব জীবন মাঝে হয়েছে ব্যাপ্ত।
দেবতার এই নিত্য স্পর্শ জীবন মাঝে হয়েছে স্পন্দিত।
ঐ অনন্ত সত্যের দীপ্তি হয়েছে জীবনের প্রত্যয় উন্মেষে।
যে শক্তি হয়েছে জীবন মাঝে অপরিসীম আনন্দে স্নাত।
এখন ঐ সত্যের হোক উন্মেষ জীবনের জাগরণের এই প্রয়াসে।
এই প্রয়াস তীর্থ হয়েছে পূর্ণ ঋষির প্রজ্ঞার পরশ প্রকাশে।

সত্যময় প্রজ্ঞাপরশ ঃ

আয়ুঃ অদ্বেষনী। বিহ্বা বিভিন্দতা।
দাশঃ দৃষ্টহাঃ তুজ্যতি তেজনে।
ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ বিভেদভিঃ অশ্নথঃ।
প্রাক্রাম্ অবচ্ছন্ধ্যঃ অজছান্দ উষাঃ অনঃ। (ঋ.বে. ১০/১৩৮/৫)

দেবতার সমগ্রিক উদ্যোগ হয়েছে জীবনের জন্য সঞ্চারী।
দেবপ্রজ্ঞার এই সামগ্রিক প্রয়াস উৎস মূলে জাগ্রত।
এই সাধন চেতন হবে ব্যাপ্ত সত্যার্থীর চেতন জগতে।
এই সত্য প্রজ্ঞার এখন উন্মেষ ক্ষণে হবে ব্যাপ্ত বিশ্বময় মহাপ্রাণ।
বাধার শক্তি হয়েছে এখন লুপ্ত দেবতার প্রয়াস পর্ব হয়ে মূর্ত।
এই নিত্য চেতন এখন হবে স্নাত দিব্য চেতনের প্রয়াস মাধুর্যে।
বিশুদ্ধির এই প্রয়াস তীর্থের এখন হয়েছে সত্য বিকাশ পর্ব।
সূর্যের পরশ এখন এসেছে জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব উন্মেষ তরে।

শ্রুতির সাধন দৈবী প্রয়াসে ঃ

এতা ত্যা তে শ্রুতানি কেবলা।
যৎ একঃ একম্ অকৃণৌ অয়জ্ঞম্।
মাসাং বিধানঃ মদধ্যা অধি দ্যা বি।
ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৮/৬)

শ্রুতির সাধনে এখন এসেছে শ্রবণ মঙ্গলে দেববার্তা।
সত্য সুন্দর যা কিছু এই সৃষ্টির মাঝে করতে ধারণ।
একে অন্যের সাধন অন্বয়ে হয়েছে ব্যাপৃত সব জীবন সমূহে।
স্বতঃ প্রকাশের এই ক্ষণ এখন হোক ব্যাপ্ত দৃপ্ত সাধনে।
এখন জীবনময় হবে শ্রুতির সাধন দেবপ্রজ্ঞার জাগরণে।
যা কিছু ছিল দিব্য ভাবময় হোক তার নিত্য বিকাশ বরণে।
দেবতার অকৃপণ কৃপা এসেছে এখন সাধনের সুরক্ষায়।
যে প্রাণ হয়েছে উদার নিবেদনে মগ্ন এখন তারই হবে ব্রহ্মলাভ।

দেববার্তা এসেছে সাধন প্রাণে ঃ

সূর্য রশ্মিম হৃষিকেশঃ পুরস্তাদ।
সবিতা জ্যোতিঃ উদয়ৎ এবম অজস্রম্।
তস্য পুষা প্রসবে যাতি বিদ্বান।
তং অপশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/১)

এখন দেবসূর্যের বিকাশ পর্বের হয়েছে সূচনা।

হয়েছে এখন আলোর বিকাশ অনন্তের মাধুর্যের পরশে।
যে দেববার্তা এসেছে জগৎ মাঝে হোক তার সার্থক উন্মেষ।
বিপুল বার্তার এই ক্ষণ এখন হোক উন্মুক্ত ব্যাপ্ত সঞ্চারে।
বিকাশের এই পর্ব হোক নিত্য দিনের একান্ত উন্মেষ।
এই জ্যোতির্ময়ের দিব্য প্রভা করবে প্রবেশ জেতনে জড়ের অন্তরে।
যে ভাববার্তা এসেছে সাধন প্রাণের গভীরে হয়েছে প্রকট।
এখন ব্রহ্ম চেতন উন্মেষ তরে শুধুই স্মরণ মনন-নিবেদন।

পরম সত্যের অভীপ্সা ঃ পরম সত্য হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত নানা রূপে নানা ভাবে সর্বত্র। প্রাণের মাঝে প্রাণদীপ্তি হয়ে তিনি প্রাণের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। বীজ থেকে কুঁড়ি; কুঁড়ি থেকে ফুল-ফল সব ক্রম পর্যায়ে এগিয়ে আসে সৃষ্টির বলয়ে। একটি জীবন যেন ঐ মহাজীবনের এক একটি স্পন্দন হয়েছেন। মহাজীবনের এই স্পন্দন স্বতঃই হয়েচলেছে বিস্তৃত, কিন্তু অব্যক্ত অবস্থায়। এই অব্যক্ত অবস্থা স্বতঃই জীবন মাঝে অন্বীত হয়ে জীবনময় মহাসৃষ্টির স্পন্দনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।এরই মধ্যেই করেছেন দান সব জীবনের জন্য নিজস্বতা। এটি গড়ে উঠেছে নিবিড় অবস্থানে নিবিড় ভাবে স্বতঃই একান্ত বিকাশের এই ক্ষণ এখন হয়ে যাবে বিশেষত্বে ভরপুর। মায়ের কৃপাপরশে এই জীবন এখন সত্য ধর্ম বরণও গ্রহণ করে চলেছেন জীবনপথে। ভগবানকে বরণ করে নিয়েই এই সাধনপর্ব এখন কর্মময়-জ্ঞানময়-বক্তিময়। কর্মের আবর্তে হয়ে রয়েছেন তিনি আকৃষ্ট। উদার উন্মুক্ত জগৎকর্ম জ্ঞান প্রকাশ, ভক্তির মহতী প্রবাহের মধ্যে করে নেবেন অন্বীত। এই জীবন এখন পরম সত্যকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে। এই জীবন মাঝে হয়েছে নিত্য স্থিতি। এই স্থিতির মধ্যে মৌল অবস্থান সত্যকে বরণ করে চলবেন পূর্ণ সত্যের পথে।

Let's now summarize all the bizarre features of the Quantum.

Theory that make quantum computers possible.

Superposition, Before you observe an object, it exists in many possible states So an electron can be in two places at the same time. This vastly increases th power of a computer, since you have more states to calculate with.

Entanglement. When two particles are coherent and you seperate them, they can still influence each other. This interaction takes place instantly. This allows atoms to communicate with each other, even when separated. This means that computer power grows exponentially as more and more qubits are added that can interact with each other, for faster than ordinary computers.

Sum over Paths - When a particle moves between two points. It sums over all possible paths connecting these two points. The most likely path is the classical non quantum path but all these other paths also contribute to the final quantum Tunnelling - When faced with a large energy harrier, normally a particle fails to penetrate it. But in a quatum mechanics, there is a small but finite probability that you can tunnel or penetrate through the barrier."

(Dr. Michio Kaku, Quantum Supremacy, How the Quantum Computer Revolution will change everything, City University of New York, Vintage Books, 2024, p. 81.)

অনন্ত তাঁর এই জগৎ প্রকাশ। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি তাঁরই মহান সৃষ্টির ব্যাপ্ত এই রূপকে প্রকাশ করে চলেছে। একটি প্রাণের অভীপ্সা—সেও অত্যন্ত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। ভগবানকে বরণ করে গ্রহণ করে নিয়েছেন জীবন যদিবা, জীবনের নিত্য পথকে করবেন বরণ। এই মুহূর্তের জীবনযাত্রায় জীবের নিজস্ব অধিকার বোধ হয়ে রয়েছে মূর্ত। সেইসব প্রয়াস যার কার্যকরী অভিমুখ একে অন্যের মাধুর্য এখন ফুটে উঠবে জগতে। জীবের এখন ভাগবতী শক্তির নিজ প্রকাশের পথেই হয়ে চলেছে অনন্ত প্রসারী। আবার একক জীবনের নিজস্বতার নিরীক্ষ। নিজস্বতা এখন হয়েছে দিব্য চেতন স্পর্শের স্পন্দন। নিজস্বতার শূন্য বিচারে সেটি বহু ব্যাপ্ত সম্ভবনাময়। এই জগৎ এখন জগদাতীতের ব্রহ্ম সনাতনী আহ্বান। এই আহ্বানের মাঝে ফুটে উঠবে নতুন সমভাবনার বলয়। যে ব্রহ্ম সনাতন জীবনে দিয়েছেন অবস্থানের স্পর্শ তিনি এখন গুণময় শক্তিময় হয়ে হবেন ব্যাপ্ত চেতনা। সর্বত্রই যেমন

ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের বিপুল শক্তির দান। সূর্যদেব সমগ্র স্থিতির মধ্যে এখন বিশ্বমাতৃকার পরশ। একান্ত নিবিড় ভালবাসায় তিনি জীবহৃদয়ে প্রাণের মাঝে সমগ্রতার বোধ সঞ্চার করে দেবেন হবে যখন সাধনচিত্তের মধ্যে ভগবানের জন্য নিবদেন—আকর্ষণ—আর প্রণতি। পূর্ণ সত্য হবে জাগ্রত এমন ক্ষণে।

দিব্য দৃষ্টির বিকাশ প্রভা ঃ

নৃচক্ষা এষ দিবৌ মধ্য অসতঃ।
আপ প্রিবান রোদসী অন্তরিক্ষম্।
সঃ বিশ্বঃ অচীরভিঃ চষ্টে ঘৃতাচীঃ।
অন্তবা পূর্বম্ অপরং চ কেতুম্। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/২)

দেবতার দিব্য দৃষ্টি এসেছে জীবনের উপর অপার কৃপায়।
এই দিব্য দৃষ্টির প্রভায় হয়েছে দেবস্বভাবের বিস্তার।
এখন বিশ্ব মাঝে নিত্য প্রবাহের স্বতঃ প্রকাশ ক্ষণ পর্বে।
এই অনন্ত পর্বের একান্ত বিকাশ হবে বিকশিত স্বতঃই।
এই ভাবপ্রবাহ করুক আলোকময় জীবনের সব কণায়।
জীবনের প্রভাব বলয় হয়েছে নিত্য পন্থের সর্বময় সাথী।
অনাদি অনন্ত এই বিকাশ পর্ব হোক চেতন উন্মোচনী।
ঐ কালাতীত জীবন প্রদীপ হয়েছে নিত্য শিখাময় চেতনা।

অনন্ত সত্য এখন জগতে মূর্ত ঃ

রায়ো বুধ্নঃ সংগমনী বসুনাং
বিশ্বা রূপাভি চষ্টে শচীভিঃ।
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা
ইন্দ্রঃ ন তস্থৌ সমরে ধনানাম। (ঋ.বে. ১০/১৩৯/৩)

জগৎময় হয়ে রয়েছে বিস্তৃত জীবনের ভাস্বর উপাদান।
এমন করেই হয়েছে একান্ত ব্যাপ্ত দৈবী শিখাপ্রদীপ স্বতঃই।
এই অনন্ত বিস্তৃত ভাবপ্রদীপ হয়েছে জীবনের নিত্য বিস্তৃতি।
এখন প্রজ্ঞার শিখাময় বিস্তৃতি হয়েছে ব্যাপ্ত জীবন জয়ে।
দিব্য প্রকাশ আলোকে আদিত্যের নিত্য বিকাশ হবে স্বতঃই।
এই সময়ের নিত্য প্রবাহ হয়েছে যুগান্তকারী বিকাশের প্রভায়।
এমন করেই হয়েছে জীবনের মাঝে নিত্য সত্যের বিকাশ।
জীবনের চিন্তা-কর্ম-ধ্যান-জ্ঞান হোক জগৎজয়ী স্বতঃই।

বিশ্বমাঝে পরম সত্যের এখন উন্মোচন ক্ষণ ঃ

বিশ্বাবসু সো গন্ধর্বম অপোঃ।
ইদৃশঃ অসৌ তৎ ঋতেনা ব্যায়ন।
তৎ অন্ববৈ, ইন্দ্রঃ রারোহন আসাং।
পরি সূর্যস্য পরিধিঃ সারপঃ পশ্যন্। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/৪)

বিশ্বমাঝে জীবনের সূচনায় এসেছে দিব্য বারির স্পর্শ।
মহান দৈবী সত্য হবে জীবনের একান্ত বিকাশী।
ঐ নিত্য প্রকাশ হোক একান্ত সংযোজনী জীবন প্রবাহে।
দেবতার এই দিব্য প্রকাশ ক্ষণ হবে স্বতঃই উন্মোচনী।
এখন হয়েছে দেব বিকাশের উন্মোচিত ক্ষণ প্রবাহ।
ঐ অনন্ত সত্য করেছে আবেষ্টন বাস্তব জীবন প্রবাহে।
এখন এই বিশ্বমাঝে এসেছে নিত্য ভাবপ্রদীপ হয়ে প্রকাশবান।
জীবনের গভীর অভ্যন্তরের পরম সত্য হবে ভাস্বর জগৎ ক্ষেত্রে।

জীবন মাঝে পরমাত্মার আহ্বান ঃ

বিশ্বাবসু অভিঃ তৎ নো গৃণাতু।
দিব্যঃ গন্ধবীঃ রজসো বিমানঃ।
যৎ বা ধা সত্যম্ উত যৎ নঃ বিদ্ম।
ধিয়ো ইন্নানী। ধিয়ঃ ইন্নো অব্যাঃ। (ঋ.বে. ১০/১৩৯/৫)

দেবতার বার্তা আসুক গভীরে জীবনের নিত্য প্রত্যয়ে।
যা কিছু রয়েছে দিব্য চেতনের একান্ত আবেষ্টন স্বতঃ বিকাশে।
পরমাত্মার পরম সত্য সব জীবন পেরিয়ে আসুক একান্তে।
ঐ দিব্য পথ হোক ভাস্বর নবীন চেতনার নিত্য আলোকে।
দেবতার পরশ হয়েছে ভাবময় সাধন বিস্তার প্রয়াসে।
এখন হোক এই দৈবী চেতনের প্রবাহ জীবন বিস্তার পর্বে।
নিত্য নবীন এই বিকাশ পর্ব হোক নিত্য ভাব প্রকাশী।
ঐ অনন্ত চেতন এসেছে এখন সাধন প্রাণের একান্ত অধিকারে।

মূলাধারে পরম চৈতন্য ঃ পরম সত্যকে ঋষিগণ জেনেছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রের সাধন প্রয়াসে। সাধনের ভিত্তি হল নিজেরই বাস্তব পরিচয়। মন-প্রাণ-হৃদয়ের সমাহারে একটি জীবনের মৌল চরিত্র গড়ে ওঠে। এই চরিত্র বিন্যাসটি বাস্তব সত্য। জড় সত্য হিসাবেও একে চিহ্নিত করা হয়েছে। জড় সত্য এ কারণে যে জগতের যতসব জড় বস্তু রয়েছে তাদের প্রকাশ মাধুর্য ঐ জড় পরিচয়ের সঙ্গে হয়ে রয়েছে অন্বীত। লোহা-তামা-কয়লা জড় অস্তিত্বের। এদের মধ্যেকার জড় কণাগুলি এদের চরিত্র নিরুপণ করে দেয়। ক্রম বিন্যাসের তৎপরতায় এই জড় সত্য ফুটে ওঠে। জড় পরিচয়ে বিধৃত, অথচ অন্তর মাঝে তারই পরিচয় দীপ্তি হয়ে রয়েছে ভাস্বর। এক একটি জড় পরিচয় যেমন বিশেষ তেমনি আবার অন্য জড় পরিচয়ে এরই সঙ্গে ভাস্বর হয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক। সব জড় উপাদানই একে অপরের সঙ্গে অন্বীত, কারণ একই মৌল কণারই সব বস্তুর গড়ন। মৌলি কণাগুলির পরিমাণ সংখ্যা ও তাদের মধ্যেকার সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিন্যাস শক্তির প্রবাহ আর কণাগুলির পারস্পরিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বস্তুর রাজ্য। জড় বস্তুগুলির সবই এজন্য একটি বৃহৎ প্যাটার্ন বা রূপপ্রবাহের অঙ্গ। প্রতিটি প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে নিজ নিজ ক্ষেত্রের একান্ত বিশেষ প্রকাশ রীতি।

In summary, there is intense competition among corporations and even governments to get a head start on this new technology. The rate of progress in this field has been astounding. Every major computer Company has their own quantum Computer program. Prototype are already providing their worth and are even sold on the market place.

But the next big challenge in for quantum computers to solve real world practical problems that can alter the trajectory of entire industries. Scientists and engineers are focussing on prablems that are far beyond the reach of digital computers. The goal is to apply quantum Computers to solve the biggest problems in science and technology.

One focus of research is to uncover the quantum mechanics behind the origin of life, Which will help unravel the mystery of photosynthesis, feed the planet, provide society with energy, and cure incurable diseases.

(Dr. Michio Kaku, City University of New York , Quantum Supremacy, How the quantum computer Revolution will change everything, Vintage Books, 2024, p. 96, New York.)

জড় বস্তুসমূহ যেমন একটি ব্যাপক প্যাটার্নের অঙ্গে এক একটি কণা হয়ে রয়েছে, তেমনি জীবের ক্ষেত্রে রয়েছে এক বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ প্যাটার্ন। জীব ঐ বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ প্যাটার্ন বা বিশেষ রূপ পরিচয়েরই অঙ্গ। এক একটি জীবন এক এক ধরনের জীবন বৃত্তান্ত হয়ে রয়েছে। বিকাশের রয়েছে পরম্পরা অথবা ক্রম বর্দ্ধিত এক একটি জীবন কণা। একই জীব প্রজাতির মধ্যে যে অসংখ্য মাত্রার পরিচয় গড়ে উঠেছে তার মূল রয়েছে একই স্থানে একই মূলের থেকে জাত অথচ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে নানা ভাব মাত্রায়। এজন্য চেতনার বিকাশের পটভূমি জীবনের পরিচয় গড়ে দেয়। এজন্য বিকশিত চেতনেরই মধ্যে ফুটে ওঠে ঐ জীবনের বিশেষত্ব। মানবের পরিচয়টির সূত্রও রয়েছে মৌল চেতনে। সবার জন্যই চেতন হয়েছে জীবনের মূলে। চেতনেই মানুষের পরিচয়। চেতন সব সময় জাগ্রত হয় না। চেতন সাধারণভাবে থাকে আবৃত হয়ে। মূলাধার মানবের চেতনকে ধারণ করে থাকে। মূলাধারে স্থিত

থাকা চেতন শক্তি মানবের প্রাণশক্তির উৎস যেমন, তেমনি তার মনের ও হৃদয়ের মধ্যেকার শক্তি ও তার চেতন বীজ হয়ে ফুটে ওঠে। মূলাধারের মৌল চেতন জাগ্রত হলেই তবে মানবের জীবন চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। ক্রমে যখন চেতনের জাগরণ শুরু হয় তখনই মানবে জীবন মাঝে ফুটে ওঠে নিজ নিজ বৈশিষ্ট। প্রতিটি জীবন তার নিজ নিজ বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তুলতে পারে জীবনের বিকাশের পথে। বিকাশটি স্বাতন্ত্রে বিধৃত আবার অন্যদিকে এই বিকাশ জীবন মাঝে জড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনও করে দেয়। জড় সম্ভাবনার দ্বার যখন হয় উন্মোচন, হয় তার জীবন বিকাশ। স্বাতন্ত্রে থেকেও এই বিকাশ একত্রীভূত হয়।

ভগবানকেই বরণ জীবনময় ঃ

সস্নিম অবিন্দ্রজ চরণে নদীনাম।
অপাবৃণাৎ দুরৌ অস্ম ব্রজানাম।
প্রাসাং গন্ধবঃ অমৃতানি বোচঃ ইন্দ্রঃ।
দক্ষং পরি জানৎ অবীনাম। (ঋ.বে. ১০/১৩৯/৫)

হয়েছে যখন প্রাণের মাঝে আবেশ করতে বরণ।
জীবন মাঝে করে তোমায় আবাহন এখন প্রাণের গভীরে।
করেছি তোমায় বরণ অনন্ত পথে অন্তর মাঝে একান্তে।
এখন করি তোমায় আবাহন জীবনের নিত্য চলনের গভীরে।
এখনই এসেছে জীবন মূলে ভাগবতী ভাব বিকাশ পর্বে।
অনন্তের পথ অভীপ্সা এখন জীবনের মৌল অভিমুখ।
নিত্য ভাবমার্গে আসুক দৈবী ভাব অনন্ত পথের অভীপ্সায়।

দৈবী চেতন শক্তি প্রভায় মগ্ন জীবন ঃ

অগ্নে তব শ্রুবো বয়ঃ মহিং।
ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবস্ম।
বৃহৎ জ্ঞানো শবসা বাজস উক্থ্যং।
দধাসি দাশুষে কবে। (ঋ. বে. ১২/১৪০/১)

এই নিত্য পথের অভিমুখে চলবে এগিয়ে নিয়ে জীবন সঞ্চয়।
ঐ অনন্ত জীবনের আলোক পাত এখন হবে জীবন মাঝে।
যে ভাব প্রভার এখন হবে নিত্য বিকাশ একান্ত পর্বে।
এখন আসুক সদা প্রত্যয়ের এই নিত্য বিকাশ একান্ত পর্বে।
ভগবৎ উপলব্ধির এখন হবে বিকাশ সদাই অনুভবের মাঝে।
ঐ ভাবপর্ব হোক বিন্যস্ত সদা অনুভবের এই আগ্রহের স্রোতে।
ঋষির দৃষ্টি প্রভায় হয়েছে আলোক স্নাত এই জীবন প্রদীপ।
অনন্তের এই পথ প্রভায় আসুক ভাগবতী ভাব হয়ে ন্যস্ত।

এই অনন্ত বিকাশের একান্ত পর্ব মাঝে ঃ

পাবক বচাঃ শুক্রঃ। বর্চাঃ।
অনূন বর্চ উদির্য়ষি ভানুনা।
পুত্রঃ মাতরাঃ বিচরণ নঃ উপাবসি।
পৃনাক্ষি রোহসঃ উভে। (ঋ. বে. ১০/১৪০/২)

এই অনন্তের পথ প্রবাহে হয়েছে ভাস্বর জীবন চেতন।
ভাগবতী শক্তির এই জীবনপ্রবাহ হোক স্বতঃই জাগ্রত।
এখন নিত্য ভাবপথের এই প্রকাশ এই জাগ্রত ভাবনার সঞ্চারে।
হোক একান্ত বিকাশ পর্বের এই জাগ্রত ভাবনার অনুভবে।
পরম্পরার ভাবপ্রবাহ আসুক জীবন মাঝে উত্তরণ প্রয়াসে।
এখনই আসুক জীবন মাঝে তোমার ঐ নিত্য ভাব বিকাশ।
ঐ নিত্য ভাব বিকাশ এখনই হোক অনুভবের স্রোত পথে।
দেবভাব বিন্যাসের এই পরম পর্ব হোক জীবনের জাগ্রত চেতনে।

নিত্যভাব করেছি বরণ জীবন মাঝে ঃ

উর্জঃ নপাৎ জাতবেদঃ সুশস্তিভিঃ।
মন্দঃ অস্বঃ ধীতিভীঃ অহির্তঃ।
ত্বেঃ ঈষঃ সং দধুঃ ভুরিঃ বর্চসঃ।
চিত্রঃ অনয়ঃ বামঃ অজাতাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৪০/৩)

ঐ শক্তির প্রাচুর্য এখন হয়েছে ভাস্বর জীবন পথের মাঝে।
তোমার এই দিব্য ভাব সংগ্রহের একান্ত অভিনিবেশ হয়েছে।
জীবন মাঝের এই স্বতঃ বিকাশ পর্বের একান্ত জীবন পরিগ্রহ।
এই জীবন পথের নিত্য প্রাচুর্য হোক জীবনের প্রজ্ঞার পথ।
এই আগ্রহ পর্ব হয়েছে একান্ত বিচার পর্বের উদ্গাতা।
এই প্রত্যয় হয়েছে প্রস্তুত এসেছে জীবন পথের একান্ত ভাব উন্মোচনী।
তোমায় করে বরণ জীবন মাঝে করেছি স্বতঃ উন্মোচন।
এখনই আসুক আগ্রহের দীপ্তি হয়ে বিকশিত প্রভায়।

জাগ্রত চৈতন্য ঃ অনু চৈতন্যরূপে চেতন কণা জীবের অবয়বে স্থিত হয়ে রয়েছে। শিক্ষালাভের পথ ধরে শিক্ষার মাধ্যমে যেমন হবে জ্ঞান সঞ্চার তেমনই জ্ঞান প্রদান যদি হয় তবে অন্তর মাঝে হয় জ্ঞানের জাগরণ। জ্ঞানের উৎস ভূমি ঐ মূলাধার। জগৎ চৈতন্য স্ফুরণ ঘটিয়ে দিতে পারে প্রাকৃত জ্ঞান বা জগতের জ্ঞান। তেমনি করে জ্ঞান ভূমিতে অধ্যাত্ম চেতনের স্ফূরণের সূচনা হলে হবে তারই বিকাশ। জগৎ মাঝে এই জগৎ চৈতন্যের বিস্তৃতির পথ দিয়েই সূচনা হতে পারে নির্দিষ্ট করে এই জগৎ বিষয়ে ব্যাপৃত ব্রহ্ম ভাবসংবেদ। ব্রহ্মভাব সংবেদ যেমন করে ফুটে উঠবে সূচনায় তারই ক্রম বিস্তৃতির পথ দিয়ে যে পরিণতি এরই মধ্যে গড়ে ওঠে তারই মধ্যে গড়ে ওঠে নিত্য প্রকাশী বিস্তারবৎ চরিত্র। চেতনার উন্মেষ যদি ঘটে অধ্যাত্ম পথের আকর্ষণে তবে জীবন মাঝে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সঞ্চার পর্ব সূচনা হয়ে ওঠে। মানবের জীবন চৈতন্যের এখন গড়ে ওঠে দুটি অবস্থা। একটি অবস্থায় এটি জড় চৈতন্যকে ধারণ করে নিয়ে জড় পথ ধরে এগিয়ে যায় আর অন্য দিকে ঐ জড় ভাবের বিপরীতে অধ্যাত্ম চেতনের ক্রম সঞ্চার ও বিস্তৃতি ঘটে।

- ‘Quantum computers can help elucidate this complex process, atom for atom by solving the wave equation for the various compounds within nitrogenase. This will help illuminate all the many missing steps in nitrogen fixing.
- They may virtually test different ways to break the N_2 bond, other than brute force or by catalysis.
- They can model what would happen if we replaced various atoms and proteins with substitute to see it one can make the process of nitrogen fixing more efficient, less energy intension, and less pollutions, with different chemicals.
- Quantum computers can test various new catalysts to see if they can speed up the process.
- Quantum computers may test dcifferent versions of nitrogenase with different arrangements of protein chains to see if one can improvce on its catalysic properties.’

  (Dr. Michio Kaku, City University of New York, Vantage Books 2024, p. 135 Quantum Supremacy, How the Quantum Computer Revolution will change everything.)

চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটবে যেমন তার প্রাথমিক উদ্যোগ আর ক্রম উদ্যোগ তারই উপর। প্রাথমিক উদ্যোগটি হল নির্বাচন। অধ্যাত্ম পথের আকর্ষণ হয় যদি ভগবানকে হয়ে থাকে জীবনের নির্বাচন। জীবন মাঝে ভগবানকে চয়েস করবার অর্থ হল অধ্যাত্ম পথকে জীবনের জড় অভিযানের পথের সংগে সংযুক্ত করে নেওয়া। জড় অভিযানের উদ্দেশ্য জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া। শিক্ষার ভিত্তিতে এইসব প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্ব। শিক্ষা বহু ধরনের হয়ে থাকে। এই এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে থাকে তার শিক্ষা বরণের গাঢ়তা-গভীরতা প্রভৃতি। এই গাঢ়তা-গভীরতার পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে জীবন। এমন করে নিত্য ভাব স্পন্দন গড়ে ওঠে। জড় স্থিতিই প্রায় সব জীবনের জন্য হয়ে ওঠে প্রধান বরণ। অল্প কিছু জীবনের উদ্যোগ অন্যভাবে গড়ে ওঠার প্রয়াস পথে এগিয়ে

যায়। যদি বা ভগবানকে বরণ করা হয় অথবা শুধু মাত্র বেছে নেওয়া হয় তবে এগিয়ে চলে জীবন মাঝে ঐ পথের আহ্বানকে ক্রমে অনুভব করা আর বুঝে নেওয়া। জীবনের যাত্রাপথের চারদিকে যে বলয় গড়ে ওঠে সেটি জীবনকে ক্রমে প্রভাবিত করতে পারে। জড় পরিচয়ের অভিযানে যে শিক্ষার পথে জ্ঞান অর্জন তারই ভিত্তিতে জীবনগড়ন হয়ে যায়। এক একটি বিষয়ের বা কার্যের ব্যাপ্তি ক্রমপর্যায়ের এক একভাবে বরণ করে নেওয়ার এই পথ জাগরিত জড় বিকাশের ব্যুৎপত্তি হয়ে উঠতে পারে বিশেষ। এমন ক্ষণে খুলে মুখর হয়ে উঠে অন্তরের সম্ভাবনা শক্তি। এপর্যন্ত যে বিষয়গুলি ছিল একান্তভাবে অপেক্ষমান, এখন তার নিজেকে উন্মোচন করবার ক্ষণ। এই উন্মোচন হয় জগতের জন্য জ্ঞান-শক্তির মিলনে। ভগবানকে চায় যে প্রাণ তার এখন প্রয়াস প্রয়োজন।

ভক্তির পরশে একত্বের বোধ ঃ

ইরজ্যান্ ন অগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিঃ।
অস্মে রায়ো অমর্ত্য।
সঃ দর্শতস্য বাপুষৌ বি রাজর্সি।
পূনাক্ষি সানসিং ক্রতুম্। (ঋ. বে ১০/১৪০/৪)

সাধন পর্বের হয়েছে সূচনা এই জীবন যজ্ঞে
ভগবানকে করে বরণ হয়েছে নবীন যাত্রাপথের সূচনা।
পেয়েছে যখনই ভক্তির পরশ হয়েছে গাঢ় নিবেদন।
ভাগবতী ভাব সঞ্চার হয়েছে অন্তর মাঝে একান্ত।
যেমনই জেগেছে ভাগবতী ভাবনা তেমনই হয়েছে আনন্দ।
জীবন মাঝে হয়েছে এখন দিব্য সখার প্রভা বিস্তার স্বাতন্ত্রে।
এখন ভক্তজীবন হয়েছে একান্ত স্বাতন্ত্রে নিবেদিত কর্মপথে।
হয়েছে যতই নিবেদনের তীব্রতা হয়েছে ততই নিত্য বিকাশ।

ভাগবতী ভাবনার সঞ্চার ঃ

ইষ্কতী অবাম অধ্বরস্য প্রচেতসং।
ক্ষয়ন্তং রাধসঃ মহঃ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীম ঈষং।
দধাসি সানসিং রয়িম্।। (ঋ.বে. ১০/১৪০/৫)

এই জীবন যাত্রার সব পর্বে রয়েছে নবীনের আহ্বান।
নবীন চেতনের সব উন্মেষ হয়েছে এখনই জীবনের কর্মে।
এখনই হোক নিত্য চেতনের জাগ্রত উত্থানের একান্ত নিবেদন।
ঐ অনন্ত চেতন এখন জীবনের ক্ষেত্র পথে হয়েছে ভাস্বর।
কর্মে জ্ঞানে ধ্যানে এখন একান্ত নিবেদন জীবন চর্যার আবেশ।
যে ভাববিধি হয়েছে নিত্য পথের একান্ত উন্মেষ হয়েছে ক্ষণ।
এই ভাবনার ভাবপথ এখন সিঞ্চিত ভাগবতী ভাবধারায়।
এখন অনুভবের এই পথ যোজনায় এসেছে দিব্য সখার স্পর্শ।

সাধন অগ্নির মন্ত্র প্রদীপ ঃ

ঋতবানং মহিষং বিশ্বদর্শনম্।
অগ্নিম সুম্রায় দধিরে পুরো জনাঃ।
শ্রুতকর্ণ সপ্রথ স্তমং ত্বা গিরা।
দেব্যং মানুষা যুগা। (ঋ. বে. ১০/১৪০/৬)

অগ্নি প্রকাশ এখন হয়েছে উন্মুক্ত জীবনের এই পর্বে।
সাধন প্রাণ করেছে সদাই উন্মোচন অন্তর মাঝে।
চেতনার ভাব বিস্তার হয়েছে অগ্নির চয়নে এই দিব্য পথে।
এখন নিবেদনের ভাব চেতন করবে প্রকাশ উপলব্ধি।
এমন করেই সাধন পথে এগিয়ে আসছে জীবন যাত্রায়।
হয়েছে মগ্ন অন্তর মাঝে সাধন অগ্নির শিকা চৈতন্য জাগরণে।
শ্রবণে মননে হয়েছে জড় উন্মোচনের পথ প্রসার।
ঐ ব্রহ্ম চেতনের এখন জগৎ বিস্তার ভক্ত জীবন বরণে।

দিব্য সখার স্পর্শ মাধুর্যেঃ অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ।
প্রত্যঙ্ ন সুমনা ভব।
প্র নো যচ্ছ বিষম্পতেঃ
ধন্দা অসি ন সত্ত্বম। (ঋ. বে. ১০/১৪১/১)
দিব্য অগ্নি তুমি এনেছ বার্তা ভগবৎ ক্ষেত্রে।
অস্ফুট মন্ত্রের ভাবপ্রকাশ এখন তোমায় করে বরণ।
যে জীবন হয়েছে ব্যাপ্ত সর্বত্র করে ভাববিস্তার দেবতায়।
ঐ সাধন শক্তি হয়ে সংহত করেছে মুক্ত দিব্য চেতন।
অগ্নির সাধনে এখন মননের পট হয়েছে মূর্ত।
এই জীবন প্রবাহ হয়েছে বেগবতী নিত্য ভাবে।
জগৎ ক্ষেত্র হবে ভাবময় দিব্য চেতনের জীবন বরণে।
এখন শুধু দেবসখার স্পর্শ মাধুর্য এই সাধন মার্গে।

মহাসত্যের পরশ ঃ ভগবানকে যে চায় সত্যি করে সে পায়। যেমন গভীর-নিবিড় হবে তার চাওয়ার বহুর তেমনই হয়ে উঠবে পাওয়ার পর্ব। ঐ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা চায়ওয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কোন এক প্রাণ হয়ত বা ভগবানকে বিশেষভাবে চাওয়ার পটভূমি গড়ে তুলেছে, তার হবেই। পটভূমি হল মনের-প্রাণের-হৃদয়ের বিশুদ্ধি। এই নবীন আকাঙ্ক্ষা কোনও বাসনা নয়—এটি হল আস্পৃহা। ভগবানকে চাইতে হয় বিশুদ্ধির পটভূমিতেই। অন্তর মাঝে সব রকমের বিকাশের পর্বেই আহ্বান করে স্পন্দন সৃষ্টি হতে পারে যদি বা ঐ স্পন্দন বিশেষভাবে ভগবৎ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত, তবুও মানুষের নিবিড় ভালবাসার এই ক্ষণপ্রবাহগুলি মানবের জীবনকে বিশুদ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। মনের মাঝে ষড় রিপুর প্রভাব স্বভাবতঃই ভারমুক্ত করে দিয়ে মনকে শুদ্ধ উদার ও মনোজ্ঞার জীবনকে ঐ প্রবাহের মধ্যে ঢেকে রাখতে পারে। অনন্ত পথের পথিক যখন হয়ে ওঠে একান্তভাবে ভগবানকে বরণ করে নিতে চায় তবে উপলব্ধির বিজারণ ঘটতে পারবে। নিবিড়ভাবে ভগবানকে ভালবাসায় বরণ করে নিতে হয় যেমন করে আগ্রহ হবে সৃষ্টি জগৎ মাঝে। জগতের পটভূমিতে ভগবানকে বরণ করে এগিয়ে যেতে হয় আরও নিবিড় ভালবাসা ভগবানকে বরণে।

String theory says that all elementary particles are nothing but musical notes on tiny vibrating strings. Like a rubber band that cian oscillate at different frequencies, string theory says that each vibration of this tiny rubber band corresponds to a particle, so the electron, quark, neutrino, and all the other players in the standard Model are nothing but different musical notes. Physics then corresponds to the harmonics one can play on these strings. Chemistry corresponds to the melodies created by vibrating strings. The universe can be compared to a symphony of strings. And lastly the ‘mind of God’ that Einstein Worte about would corespond to cosmic music resonating through the universe.

Remarkably, when calculating the nature of these vibrations, the can find gravity, which is the force conspicuously missing in the standard Model. Thus, string Theory gives us a credible reason for believing that it may be the Theory of Everything.

So Quantum computers may be the final step in finding the theory of everything. The theory that best describes the theory of strong nuclear force is called **quantum chromodynamics** (QCD). **It is a theory of subatomic particles that binds the Quarks together to create neutron and proton.**

(Dr. Michio Kaku, New York City University, Quantum Supremacy, How the Quantum Computer Revolution will change Everything, Vintage Books, 2024, p. 276.)

মনের মাঝে ঐ মহাসত্যের পরশ আসতে পারে তখনই যদি হয়ে ওঠে জীবন মাঝে ঐ মহাসত্যের জন্য আকর্ষণ। মহাসত্যের আকর্ষণ স্বতঃই মনের নিত্য বিকাশের পথে হয়ে উঠবে এক বিশেষ প্রবাহ আর পরশ সঞ্চারী। এমন করেই যখন মনের পটভূমি মুক্ত হয়ে যায় সব আবিলতা থেকে তখনই হতে পারে ঐ মহাসত্যের পরশ। এমন করে নিত্যই স্বতঃ প্রকাশের সম্ভাবনা এসে যায় জীবন মাঝে। এই বিপুল সৃষ্টির মাঝে সত্যের পরিচয় আসে বাহ্য দৃষ্টিতে অথবা অন্তরের দৃষ্টিতে। বাহ্য দৃষ্টির প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা নানা মাধ্যমের সাহায্যে হওয়া পরোক্ষ জ্ঞান ক্রমাগতভাবে সত্যের বিষয় উন্মোচন করে। ক্রমে এই অনন্ত উৎসের মাঝে হয়ে থাকা পরশ সত্যের স্পর্শ ও জ্ঞান সংযোগ জীবনের কাছে ঐ মহাসত্যের প্রদীপ হয়ে বিরাজ করবে। জীবন ঐ সত্যের প্রকাশ এগিয়ে নিয়ে যাবে সর্বত্র। এটি জাগতিক সত্য। অন্য বিষয় ব্যতিরেকে যখন মন ভগবানের জগৎ প্রতিষ্ঠা। সর্বত্র বিরাজমান ঐ

মহান সত্য জীবনের মাঝে প্রবেশ করে যায়, আলোর প্রতিমা হয়ে অন্তরায় হয়। সাধকের এখন অন্তর মাঝে ফুটে ওঠে দিব্য এখন মূর্ত হয়ে স্থিত অবস্থান।

সাধনের সূচনায় নিবেদন ঃ প্র সৌ যৎ সৎ অর্যমা
প্রভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ।
প্র দেবাঃ প্র উত সুনৃতা
রায়ো দেবী দদাতু নঃ।। (ঋ. বে. ১০/১৪১/২)
এই সাধন পর্ব এখন হয়েছে ব্যাপ্ত।
ভগবৎ চেতনের হয়ে নিরন্তর অনুরাগী জীবনে।
সাধন তাৎপর্য এখন হবে বিস্তৃত সবার তরে।
যেমন হয়েছে চেতনার উন্মেষ হবে অনুভব তেমনই।
দেবতার ভাব উন্মেষ ঘটতে পারে এমনই ভাব সঞ্চারে।
ঐ নিত্য ভাব বিকাশের ভাব সঞ্চার হবে জীবনের মাঝে।
এখন হবে দিব্য ভাব সঞ্চার জীবনের নিত্য সংবেদে।
ভাগবতী ভাব সঞ্চার হবে জীবন মাঝে স্বতঃই।

দেবতার বিকাশ শক্তি প্রভায় ঃ সোমং রাজানম অবসে অগ্নিং।
গোভিঃ হবামহে।
আদিত্যান্ বিষ্ণুং সূরয়ঃ।
ব্রহ্মণং চ বৃহস্পতিম্। (ঋ.বে. ১০/১৪১/৩)
দেবতার এই মন্ত্রপথের এখন হয়েছে আহ্বান।
ঐ অনন্ত পথের মাঝে হয়েছে নিত্য দিনের বিকাশ।
এমনই হয়েছে একান্ত বিকাশের প্রবল প্রকাশ।
যে পথ বিকাশ হয়েছে জীবনের সূচনায় এখনই মূর্ত।
এই ভাব পর্বের নিত্য বিকাশ জীবনের মাধুর্য পর্বের উন্মেষ।
যেমন হয়েছে আহ্বান জীবন মাঝে হবে তেমন উন্মেষ।
দেবতার জগৎ প্রকাশ এখন হবে জীবন পথের গভীরে।
ঐ বিকশিত ভাব প্রকাশের এখন নিত্য ভাবময় বিকাশ।

সুমধুর দিব্যচেতন ঃ অনন্ত প্রকাশ তিনি নানা রূপে নানাভাবে প্রতিভাত। তিনি স্থলে-জলে-আকাশে সর্বদা হয়ে রয়েছেন অন্তরের নিবিড় প্রীতি ও প্রারম্ভিক নির্ভরতার পথ ধরে এগিয়েছেন ভবিষ্যতের এই শুভ কিন্তু ঠিক পথ এখন জীবনের স্বাভাবিক নিত্য দিনের কর্ম ও কর্ম বিষয়ে। ভাগবতী পথের প্রকাশ কাছে। এক এবং নন্ত তিনি। পরম চেতন, পরমানন্দ তিনি। পরম প্রকাশ তিনি। নিত্য সনাতন তিনি। তিনি বিরাজ করেন এখানে, ওখানে সেখানে। তিনি রয়েছেন বায়ুতে-জলে-স্থলে। তিনিই আবার বৃক্ষের মাঝে, তরুলতায়। সর্বত্র বিরাজমান হয়েছেন তিনি। অথচ যেন ভগবান হয়েছেন নিখোঁজ। খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তাঁকে। যদিওবা ভগবানকে বাইরের পরিমাপে খুঁজে পাওয়া গেল তবে তো তাঁকে পাওয়া যাবে আপাতভাবে বা একেবারেই আংশিক। মন্দিরে মন্দিরে তাঁর মূর্তি পাওয়া যায়। তাঁরই রূপ সেখানে প্রকাশিত। তিনিই হয়েছেন নিজের এক বা অনেক আপাত পরিমাপের প্রকাশ রয়েছে এখানে-ওখানে-সেখানে। এসবগুলিই কোনও না কোন ক্ষণপ্রভা। তিনি স্বরূপে স্বতন্ত্র। খুঁজে পেতে হয় তাঁকে। অনন্ত বিকাশের ক্ষণপ্রভায় তিনি যদি ওঠেন ভাস্বর। ভগবান এমন করেই 'স্বে মহিম্নি'-নিজস্ব মহিমায় নিজে রয়েছেন হয়ে মশগুল। এমন করে হয়েছেন মশগুল যে সহজে ধরা যায় না। তিনি যদি ধরা দেন তবেই তো তাঁকে ধরা যায়। পরম অধরা ঐ অচিন পাখি এখন হয়ে যান হৃদয় মাঝে খাঁচায় আবদ্ধ। খাঁচায় আবদ্ধ হয়েই আবার হয়ে যান সুপ্ত। তাঁকে জাগিয়ে রাখতে হয়। সর্বক্ষণে তাঁর অনুভবে যুক্ত হয়ে থাকে যে মন-প্রাণ-হৃদয় তারই হয় ঐ পরমানন্দের ক্ষণ যখন হয়ে ওঠে অনন্তের ভাব প্রবাহ পথের মাঝে ব্রহ্মপ্রকাশ। ভক্তহৃদয়ে ফুটে ওঠে এখন ব্রহ্ম বিকাশ পুষ্প। শতদলে হয় ভক্তি বিকশিত। সুমধুর দিব্য স্পন্দন হৃৎমাত্রাকে করে পূর্ণ।

—ঃঃ—

ভগবানকে লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য

মানবেন্দ্র ঠাকুর

সাধনার পথে যে মূর্ত্তি ভালো লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জানবে যে সবই এক। কারও ওপর বিদ্বেষ করতে নেই। শিব কালী, হরি সব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বহিঃ শৈব, শক্তি (কালী), আবার তিনিই নররূপে গৌরাঙ্গ। বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেরই —পৌছানোর স্থান এক তবে পথ আলাদা। যে এক করেছে সেই ধন্য।

আমাদের জীবনে চলার পথে, সমস্ত কর্মের মাঝে, সেই শাশ্বত অমৃতময় পথেরই সন্ধান করতে হবে—সে পথের কথা ভারতের বেদ উপনিষদ, গীতায় ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—যে দেব জীবনের কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নতুন বেদ 'দিব্য জীবনে বলেছেন ও যার অভ্রান্ত পথ নির্দেশ ও তিনি করেছেন—সেই অমৃতময়পথই হবে আমাদের লক্ষ্য"—শ্রীঅরবিন্দের সাধনার রূপরেখা। ভগবানকে লাভ করাই মানবের জীবনের চরম উদ্দেশ্য—তার জন্যই সাধনা। বিবর্তনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানব জীবনকে ভগবদ্ জীবনে রূপান্তরিত করা। সাধারণ জীবনে এই বিবর্তনের ধারা খুবই শ্লথ। বহু জন্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তা আসতে পারে—কিন্তু যোগ বা সাধনা এই ধারাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে—বহুশত জন্ম যা সম্পন্ন করতে পারে না যোগ তা একজন্মেই সম্পন্ন করতে পারে।

পুরাতন প্রায় সব যোগেই জগৎ মায়া এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে দেখা হয়—ব্রহ্মই সেখানে একমাত্র সত্য বস্তু। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ বলেছেন—ব্রহ্মও সত্য-জগতও সত্য। তিনি আরও বলেছেন— আমি দুই রকম জগৎকেই—অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও বাস্তব—এই দুই জগতকেই আমার স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি এবং চেষ্টা করছি যাতে দিব্য চেতনা ও শক্তি মানুষের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ জীবনকে তাঁর যোগ্য হতে বাদ দেন নি-জীবনকে মেনে নিয়েই তাঁর যোগ।

তিনি বলেছেন—মানব দেহের প্রতি জীব-কোষের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে দিব্য দেহে পরিণত করা সম্ভব । তিনি চেয়েছেন মন, প্রাণ ও দেহের রূপান্তর—এবং তা একমাত্র সম্ভব পূর্ণ যোগের সাধনায়। এদিক থেকে তাঁর পদ্ধতি অন্য সকল থেকে আর এক ধাপ যোগের সেখানেই আরম্ভ । সকল যোগের শেষ, শ্রীঅরবিন্দের মধ্য দিয়ে আসে সমাধি—পূর্ণ যোগে সেই আরোহণ হচ্ছে প্রথম ধাপ—মানব চেতনা ভগবদ চেতনার সঙ্গে-মায়ের চেতনার সঙ্গে মিলিত হবে আরোহনে—কিন্তু সমাধির মধ্য দিয়ে নয়—সমাহিত অবস্থায় সচেতন থেকে।

পুণ্য যোগে তার পরের ধাপ হল সেই মিলিত দিব্য চেতনা বা মিলিত মানব ও ভগবদ চেতনাকে নামিয়ে আনতে হবে মনে, প্রাণে ও জড় দেহে বা পৃথিবীর চেতনায় এবং সেই হল অতি মানস, শক্তির অবতরণ, যা ঘটাবে মন, প্রাণ ও দেহের রূপান্তর মানব জীবন পরিণত হবে দিব্য জীবনে।

যোগ কাকে বলে?

"সমস্ত জীবনই যোগ—সেজন্য প্রতি মুহূর্তের চিন্তা ও কাজ ভগবানে উৎসর্গ করতে হবে—এই উৎসর্গ ও আত্ম-নিবেদনের মাধ্যমেই ভগবান নেমে আসবেন মানুষের মাঝে।'—শ্রীঅরবিন্দের সাধনার রূপ রেখা।—ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা থেকে গৃহীত।

ওঁ পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং
পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায়
পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"এ জীবন ঐ পরম পূর্ণ চেতনেরই একটি রূপ। পুর্ণ চেতনই জীবনরূপ ধরেছেন। পূর্ণ চেতন সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপেই করেন অবস্থান। পুর্ণ চেতন সর্বদাই পুর্ণ অবস্থায় বিরাজ করেন। তিনি এমনই পূর্ণত্বে সর্বদা বিরাজ করছেন যে পুর্ণত্বের সম্ভার থেকে পরিপূর্ণ এক চেতন উপহারেও পুর্ণত্ব বিরাজ করে। পুর্ণ থেকে পুর্ণ বার করে নিলেও আবার পূর্ণই বিরাজ করে। শুক্ল যজুর্বেদ ক্রমে জীবনের সব সত্যের উন্মেষ ঘটায় সম্পূর্ণ আহুতির মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মের কাছে আহুতি। যা কিছু প্রবাহে অর্জিত সত্য সবই অর্পণ কর

ব্রহ্মাচরণে। দাও আহুতি। এই আহুতিই আবার বৃহৎ সত্য লাভের সোপান। নিজে যে সত্য অর্জন করেছ গোটা সত্যকেই আহুতি দাও ব্রহ্ম সকাশে। নিঃস্ব হয়ে, উজাড় নিবেদন কর নিজের অর্জিত সত্য। বিনিময়ে পাবে ঐ পরম সত্যকে। পূর্ণ বিসর্জনে পুর্ণ প্রাপ্তি।

ঈশ্বর লাভ ব্যতিরেকে ভাগবতী জীবন হয় না। শত সহস্র কথার ফুলঝুরি, শক্ত বৎসরের শ্রুতি, শত সহস্র বৎসরের স্ফীত সাধনার শক্তি, ঐশ্বর্যের দীপ্তি। সত্ত্বগুণের ব্যাপক বিস্তার, সততা-নিষ্ঠার যুগ্ম স্থিতি, শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন মানব কল্যাণ অথবা দান যজ্ঞ ভাগবতী জীবনের সূচনা করে না। এমনকি ভাগবতী জীবনের পথে এগুলি সাহায্যও করে না। পেতে হবে; স্বয়ং তাঁকেই পেতে হবে। জানতে হবে, চিনতে হবে, যাত্রা শুরু করতে হবে। তাঁর সহযোগী, সহযাত্রী হয়ে চলা থেকেই শুর করতে হবে যাত্রা। ক্রমশঃই ফুটে উঠবে আর বাক্য বিন্যাস নয়, কর্মবিন্যাস নয়, জানা-অজানায় দোদুল্যমান থাকা নয়, তিনি, স্বয়ং তিনিই হাত বাড়িয়ে যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বলছেন। 'ওরে আয়, চলে আয়।' তাঁর এই অনু থেকেও ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহতাপেক্ষাও বৃহত্তর প্রকাশ ধারণ করবার জন্য আহ্বান করছেন। এই অবাধ, উন্মুক্ত ভগবত্তার আনন্দধারার উন্মেষ ঘটাতে। তাঁর আনন্দময় সত্ত্ব যেন ক্রমাগত ভাবে নিজানন্দের ডালি উজাড় করে মেলে ধরেছেন। এ এক পরমঘন আনন্দের স্পন্দন। কখনও আসে, কখনও চলে যায়। চূড়ান্ত অব্যবস্থায় বিস্তীর্ণ হতাশায়, গভীর দুঃখে এ ফুল্লধারার আনন্দ বারি শান্ত পরসে যেন সমাহিত করে দেয় মনকে। আহা কি সুন্দর , মনোরম। যদি জগৎ উবে যেত, যদি এটাই হত চিরকালীন অখণ্ডতা? হে পরমেশ্বর, তোমারই পরম করুণার উদার ধারাই পার এমন অকৃপণ পরিবেশকে হতে। অকৃপণ হস্তে সঞ্চার করে চলেছে, এই আনন্দের মুর্ছনায় ভরিয়ে দিত দুখ-সুখ ভারাক্রান্ত জাগতিক স্পন্দন কে। তোমারই, যেন তোমার অনন্ত পরিসরে অবস্থান করে তোমার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এক প্রাণ নিজ সৃষ্ট জগৎ পরিসরে বসে তোমার ছন্দে স্পন্দিত হতে শুরু করছে। ভরে উঠছে।

যাত্রার শুরুতে ছিল এক অজানা ভালোবাসা। আর পাঁচটা আজে বাজে নয়। এমন কিছু যার মূল্য আজকের জন্যই মাত্র নয়, যা বহুদিনের। যার আবেদন ব্যাপক; শাশ্বত, সকরুণ, যার সম্ভার হয়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, বড় হয়। বড় হওয়ার যা কিছু তার জন্যই আবেদন হৃদয়ে স্পন্দিত হয়েছে। হৃদয় বুঝে নিতে, জেনে নিতে, চেয়েছে 'বৃংহতি'র রূপটি কে। কী সেই পরম বস্তু যা সদা বর্ধমান? প্রথম উত্তরটিই ছিল, ব্যক্তিগত বৃত্তের অতীত বিষয়াদি। মনে হয়েছে, অনেকের জন্য চাই কিছু করতে। দেশের কাজ, সমাজের কাজ এগুলিই যেন এনে দিতে পারে এক পরম উত্তর। যেন মুক্তির আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শর্ত হল কাজগুলি এমনভাবে সম্পন্ন করা অথবা কাজের ধরনকে এমন করে তোলা যার ফলে অন্যের উপকারে আসে কাজের ফলাদি। উদ্দেশ্য মুক্তি, উদ্দেশ্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি, এমন ব্যবস্থার পত্তন যার পরিমাণ এক পরমানন্দের পরিবেশ। কার জন্য এই আনন্দ? মনে হয়েছে, এমন আনন্দ হলেই সবচেয়ে ভাল হয় যার ফল সকলের মধ্যেই হয় সঞ্চারিত। আনন্দের ঢেউ যেন সকলকে স্পর্শ করে, আন্দোলিত করে। এ যেন আনন্দের অভিসার।

আনন্দের খোঁজে এই অভিযানে যে দিকটি সদাই অবজ্ঞাত রয়েছে সেটি হল আনন্দেরউৎস। স্বরূপ ও পরিণতি বিষয়ে ধারণা বা সাধারণ জ্ঞান। বহুজনের তৃপ্তি একক ব্যক্তির আনন্দের দ্যোতক হতে পারে তখন, যখন ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থবৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করেছেন। সাধারণ জ্ঞান ধারণা স্বার্থবৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করেছেন। সাধারণ জ্ঞান ধারণা নির্ভর হওয়ার ফলে আংশিক ও অপূর্ণ। পূর্ণতার অভীপ্সায় বৃত হয়ও যদি ধারণা ও সাধারণ জ্ঞান নির্দেশিত পথে অভিযান হতে থাকে তবে আংশিক সত্য ও আংশিক উপলব্ধির দ্যোতনায় এর প্রকৃত রূপটি ভিন্নতর হয়। অংশ, এমনকি অতিক্ষুদ্র একটি অংশকেই পূর্ণ বলেই প্রতীতি জন্মায়। অংশকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ হিসাবে দেখবার ফলেই পূর্ণ, সম্পর্কিত জ্ঞানে আসে ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিটি চিরায়ত। তবে ভ্রান্তির দ্যোতনায় ও সকলের মনে স্ফুর্তি আকে। ভ্রান্ত বোধকে অভ্রান্ত ভেবে কর্মোদ্যোগে ব্রতী হয় ব্যক্তি। ব্যক্তির জ্ঞান পরিধি ও অনুভববৃত্তের মধ্যে অনগত সব ভাব ভাবনা ক্রমশঃই ব্যক্তির চিদাকাশে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রতীতি আসে যেন এটাই সব। যেন এখানেই জানার বোঝার, অনুভব করবার পরি সমাপ্তি। যেন জানা বোঝার অতিরিক্ত অনুভবের যে জগৎ তার ব্যাপক স্ফীত রূপই ব্যক্তিলাভ করেছে।

ব্যক্তি তার নিজ অভীপ্সার পথ ও অভীপ্সার উপাদানকে করেছেন স্থির। ব্যক্তির বোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, অতীত অভিজ্ঞানের পটভূমিতে তাঁর ভবিষ্যতের যাত্রা পথটি স্থির হয়ে যায়। স্থিরীকরণের ভিত্তি হয়ে উঠবে ব্যক্তির নিজস্ব সংস্কার; নিজস্ব আস্পৃহা। নিজ রুচি, সংস্কার, ধারণা ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞানের নিরিখে ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন স্বরাট। নিজ অঙ্গনে ব্যক্তি তাঁর চেতনা ও দ্যোতনার প্রভাব বিস্তারে তৎপর হ'ন। যেন নিজ অবস্থান ও অবস্থার নিরিখেই ব্যক্তি নিরূপণ করে থাকে নিজ অভিযানের পথটি।"

ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ে 'বেদ বিজ্ঞানে গভীরেঃ তত্ত্বে প্রকাশে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ঠাকুর বলেছেন প্রথমে ভগবানকে এক হাতে ধরে রেখে সংসার ধর্ম পালন করার পর, ঐ একহাত উপর অপর হাত দিয়ে দু-হাতে ভগবানকে ধরে থাকো। তখন থেকে ভাগবতী উপোলব্ধির সোপান শুরু। তারপর ঐ সোপানের শেষ সিঁড়িতে উঠেই ভগবানে পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করা যায়। তাই ভগবানকে ভক্তি ভরে দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকো। ঐ ধরে থাকাই মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম সত্য। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি।

জয়মা—জয়মা—জয়মা

—ঃঃ—

ভগবানের প্রতি নির্ভরতা

প্রণবেশ রায়

ভগবানই আমার একমাত্র ভরসার স্থল, এই ভাবনা মানুষকে শান্ত করে। ভগবানের কোনো পরিবর্তন হয় না। তিনি আদি, অকৃত্রিম, অক্ষয়। আমরা আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করতে পারি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি। ভগবানের কাছে আমাদের সব দোষ ত্রুটি স্বীকার করতে পারি। আমার কোনো অন্যায় কাজের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। আমার কোনো আনন্দময় অনুভূতি মনে উদয় হলে সেটাও ভগবানের কাছে আমি ব্যক্ত করতে পারি,—আমরা যেন জীবনের ব্যর্থতা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। এই প্রার্থনা আমরা ভগবানের কাছে করতে পারি। আমাদের যে কোন বিপদের কথা, অপমানিত হবার যন্ত্রণার কথা, যেকোন কষ্টের কথা আমরা ভগবানকে জানিয়ে মানসিকভাবে একটু সবল হতে পারি। আমরা খিদে নিবারণে খাদ্য পাচ্ছি, রোগ নিরাময়ে ওষুধ পাচ্ছি, তৃষ্ণা নিবারণে জল পাচ্ছি—এটাও আমরা মনে করি ভগবানের দান। তাই সর্ব বিষয়ে মানুষ ভগবানের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু মানুষ অনেক সময় এরকম ভাবতে চায় না, পৃথিবীতে এসে সে পাশে পেয়ে যায় অনেক লোকজন—আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবী, ইত্যাদি, তাদের পরিমণ্ডলে, তাদের সাহচর্যে বেড়ে ওঠে সে। তাদের বুদ্ধি, পরামর্শ, তাদের সঙ্গ, তার কাছে অমূল্য হয়ে ওঠে। আত্মীয় স্বজনের কাছে মনের কথা উজাড় করে বলা, তাদের সঙ্গে উপহার, বস্ত্র ইত্যাদির আদান প্রদান এসব ব্যাপারে আমরা অভ্যস্থ হয়ে উঠি। তাদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু একসময় তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, আমরা মন খারাপ করি, কাঁদি। আবার আমিও তো চিরকাল এখানে বাস করতে আসিনি। আমার বিয়োগব্যথা অন্যকে কষ্ট দেবে কিনা জানিনা, তবে আমার একদিন মৃত্যু হবেই—এটা নিশ্চিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় পরিজন কমতে থাকে। বন্ধুর সঙ্গে মত বিরোধ হলে বন্ধুত্ব ম্লান হয়ে আসে। মানুষ হয়ে যায় একা, মানুষ সবসময়ই একা, কিন্তু সে তো সমাজবদ্ধ জীব। একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ মানুষকে সমাজে থাকার প্রেরণা জোগায়, তাকে করে তোলে সৃষ্টিশীল, কিন্তু এসব ভগবানের ইচ্ছাতেই হচ্ছে এই বোধ দৃঢ় হলে মানুষ অনুধাবন করতে পারে জাগতিক সব সম্পর্কই ঠুনকো, কৃত্রিম। মানুষের কখন কি প্রয়োজন সবই ভগাবনের জ্ঞাত। তাই একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে তিনিই অন্ন জোগান। মানুষের সাধ্য নেই যে সে কোনো খাবার গ্রহণ করে। খাবার মুখের সামনে থাকলেও তা মুখে ঢোকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না। ভগবানের ইচ্ছাতেই তা সম্ভব হয়।

তাই সর্বদা ভগবানের স্মরণ, মনন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হোক। সব কাজই ভগবানের কাজ—এই মনে করে কাজ করলে সব কাজে খুব আনন্দময় হয়ে ওঠে। মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পারে ভগবানই বস্তু, আর সব অবস্তু। সে বুঝতে পারে ভগবানের চিন্তাই তাকে সব ধরনের মানসিক অবস্থায় সতেজ থাকার প্রেরণা জাগায়। কারণ জীবনের কোনো না কোনো অবস্থা সে বোঝে মানুষের দ্বারা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তবে ভগবানের ও কোনো দায় নেই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কিন্তু ভগবানকে চিন্তা করলে মানুষ মনের মধ্যে লাভ করে অসীম শক্তি এবং প্রেরণা। সে হয়ে উঠতে পারে আত্মনির্ভর। জগতে সে আর ভগবান ছাড়া অন্য কেউ এতটা নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় একথা মানুষ অনুধাবন করতে পারে এবং ক্রমে সজাগ হয়ে ওঠে।

—ঃঃ—

সৃষ্টিকর্তার খোঁজে

পার্থসুন্দর ঘোষ

জগৎ ক্রিয়াশীল। কর্ম বিনা জগৎ অচল। সুকর্ম ও কুকর্ম যুগপৎ দুটি কর্মই সাধারণভাবে ক্রিয়াশীল। এই জগৎ সংসারে সাধারণভাবে এই দুটিই কর্মই চলে এসেছে। তখন প্রশ্ন কর্ম পদ্ধতি বা কর্ম সম্পাদনের পথটা নির্বাচন করতে মনটা সঠিক পথে রাখতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মই সুসম্পন্ন করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে। কর্ম সম্পূর্ণ করবার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারি। উদাহরণ হিসাবে অতি প্রাচীন একটি জীবিকা কর্ম চাষ আবাদ। দুই ব্যক্তির চাষ যোগ্য জমি এবং চাষের প্রকার একইরকম এবং চাষের ফলন একই রকম কিন্তু চাষের পদ্ধতি পৃথক। একজন জৈবসার ব্যবহার করেন অন্যজন রায়ায়নিক সার ব্যবহারে অভ্যস্থ। এক্ষেত্রে উৎপন্ন বস্তুর মানের রকমফের হবে। অর্থাৎ কর্ম পদ্ধতির ফারাকের জন্য উৎপাদিত ফসলের গুণমান পৃথক হলো।

মহাভারতে আমরা ধর্ম প্রতিষ্ঠা হতে দেখেছি। বহু ছলচাতুরি আশ্রয় গ্রহণ করে, অধার্মিক অন্যায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেও পরবর্তী সময় পশচাদসারণ করেছেন বা পরাস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ কর্ম বা কর্মের পদ্ধতি বা কর্মপথ নির্বাচন করতে হবে ধর্মের অনুশাসনকে অনুসরণ করে। ধর্মের পথ কঠিন হলেও, কন্টকাকীর্ণ হলেও। বাধাপ্রাপ্ত হলেও অন্তিমে নিশ্চিত ধর্মবিজয়। কারণ ঐ পথেই শ্রীভগবানের সাহায্য প্রাপ্ত হব বা তিনি নিজে ধরাভূমিতে এসে ঐ ধর্মের বিজয় পতকা উত্তোলনে সাহায্য করবেন।

ঋষি নচিকেতা যমরাজের থেকে আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন। যমরাজ নচিকেতাকে বললেন জীবনে শ্রেয় কর্ম করো। শ্রেয় এবং প্রেয় কর্মের মধ্যে শ্রেয়কে প্রথম করো। ভগবানের অনুভবকে আত্মস্থ করো।

'The Lord is bound to protect a person who has surrendered to him. In fact one who has surrendered need not even prey, the lord always remains close, extending his protection. The frog stays near lotus,but it is only the bees that suck the honey of the flowers. Whatever distance it may come from'. (Ramana Taharshi) অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুত সৃষ্টি এই জগৎ। এমন বহু উদাহরণ। সৃষ্টিকর্তার এই জগতের মধ্যে আছে যেখানে দুটি প্রাণ সহাবস্থান করছে কিন্তু একটা অন্যটাকে ভক্ষণ করে না। সৃষ্টিকর্তা এমন ভাবে জগৎ করেছেন একটি প্রায় অন্য একটি প্রাণের মায়াতে বদ্ধ, তাঁর দয়াতে মুক্তি। সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝা ভার, তাঁকে অনুভব করে নিতে হবে তবেই তাঁর অনুসন্ধান মিলবে।

কান্ত কবির লেখাটি স্মরণে আসে ঃ—

আমি সকল কাজের পাই হে সময়।
তোমারে ডাকিতে পাই নে।
আমি চাহি দারা সুত সুখ সম্মিলন
তব সঙ্গ সুখ চাহি নে।
আমি কতই যে করি বৃথা পর্যটন
তোমার কাছে তো যাই নে,
আমি কত কি যে খাই ভস্ম আর ছাই
তব প্রেমমৃত খাই নে;
আমি বাহিরের দুটি আঁখি মেলে চাই
জ্ঞান আঁখি মেলে চাহি নে,
আমি কার তরে দেই আপনা বিলায়
ও পদতলে বিকাইনে,
আমি সবারে শিখাই কত নীতি কথা
মনেরে শুধু শিখাই নে।

ঋক বেদের মূল কথা ভগবানকে আহ্বান করা। এখানে ভগবানকে আহ্বান করতে হবে নিজের মধ্যে। ভগবানকে আহ্বান করতে হলে, তাঁর অবস্থান অনুভব করতে হবে। মনটিকে তাঁর অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। যেমন গহন অরণ্যে প্রবেশ করলে নিস্তব্ধতা অনুভব করা যায়। যেখানে একটি ছোট পাতা খসে পড়ার শব্দও শোনা যায়, এক ফোঁটা শিশিরের শব্দও শোনা যায়। যেটি অন্য স্থানে হলেও শোনা যাবে না। অর্থাৎ মনটিকে আশা নিরাশার বাইরে সেই স্থানে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তাঁর অনুভব আসে। নিজ শরীরটাই শুধুমাত্র থাকবে এই জগতে। মনটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে তাঁকে আহ্বানের জন্য তাঁর পদপ্রান্তে। করুণাময়ীর কৃপা হলে চিৎজগতে তাঁর অনুভূতি আসবে। আসুক প্রতি প্রাণে সেই কৃপা, সেই অনুভূতি। প্রতিটি মন হয়ে উঠুক ভগবান নির্দেশিত পথে কর্ম করুক, যে কর্মফলটি হউক ভগবতী প্রসাদ।

জয়মা জয়মা জয়মা

—ঃঃ—

জীবনযজ্ঞে নিত্য সমর্পণ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের ধূলিমাখা পথে ঃ এই বিশ্বেরই ধূলিমাখা পথে হেঁটেছেন সব অবতার, মহাপুরুষ। এখানেই এসেছেন ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্ত, প্রেমিক মহাসাধকগণ। এখানেই পেতেছিলেন ঋষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁদের আসন। এখানেই এসেছেন আচার্য, অবধূত মহান আত্মাগণ। এখানকার ধূলিতেই হয়েছে পরব্রহ্মের নরলীলা। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এখানেই করেছেন মহৎ লীলা। দুর্বৃত্তের, রাক্ষসের নিধন, সুকৃতের প্রতিষ্ঠায় অনাবিল ত্যাগমূর্তি হয়ে বিরাজ করেছেন ভগবান। আবার ভক্তজনের হৃদয়ের নিকুঞ্জবনে বসে সদা শ্রীহরিকীর্তন নিনাদে মুখর হয়ে উঠেছেন শ্রীভগবান। বৃন্দাবনের পথে পথে বাঁশির লহরী তুলে উন্মাদ করেছেন ভক্তজনকে কৃষ্ণপ্রেমে। আবার স্বয়ং বহু হয়ে বহুবাসরে রাসলীলায় মূর্ত হয়েছেন সকল গোপীজনের কাছে একান্ত পূর্ণতায়। সেই তিনি, অনাদি, অনন্ত যিনি, অবাহ্য, অনন্তর যিনি, সার্বিক, সার্বভৌম যিনি,স্বয়ং স্বরাট ও সম্রাট যিনি, নিত্য শাশ্বত যিনি, সদা-নিয়ত অস্তি হয়েই বিরাজিত যিনি, যিনি ঊর্দ্ধে নিম্নে, যিনি অন্তরে, বাহিরে, যিনি সর্বদিকে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় বিরাজিত, সেই তিনি যিনি স্বয়ং হয়েছেন, এসব জীব জগৎ বস্তু আকাশ ভূমি জল পাতাল অন্তরীক্ষ বায়ু; সেই তিনি যিনি এক ও অখণ্ড অথচ বহু খণ্ডমাত্রায় ফুটে উঠেছেন, উঠছেন জগতের বুকে ইনিই জগৎকে বরণ করেছেন একান্ত আপনতায়। এখন দায় আমাদের। হতে হবে জীবন যজ্ঞে ওঁর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত। সমর্পণের নিত্য যজ্ঞে হোমের আহুতি দিয়ে যেতে হবে জীবনের প্রতিটি অংশ ও খণ্ড নিয়ে। নিত্য সমর্পণে ডুবে যেতে হবে ব্রহ্মভাব-সমুদ্রে। শুধুমাত্র; একমাত্র করে তুলতে হবে এই সমর্পণ মন্ত্রকে। জীবনযজ্ঞে ভগবানের জন্য চাই নিত্য আহুতি; জাগ্রত চৈতন্যের অকুণ্ঠ সমর্পণের পূর্ণাহুতি।

মানুষ তাঁকে চাইতে পারে, হৃদয়ের গহন কোণে গড়ে তুলতে পারে তাঁরই জন্য আকর্ষণ। আমরা পারি তাঁকে চাইতে। তাঁকে চাইতে পারি সব প্রত্যাশার কথা ভুলে গিয়ে, চাইতে পারি একান্ত নির্ভরতায়, একমাত্র বোধে। কে আর আছে যাকে অমন করে চাওয়া যায়, হৃদয় নিঙ্‌ড়ে চাওয়া যায়, চাওয়ার উচ্ছলনে ভরপুর হয়ে চাওয়া যায়? তাঁকেই তো এমনভাবে চাওয়া যায়। ব্রহ্মভাবের আবর্তে, ব্রহ্মভাবের পূর্ণ নিমজ্জনে গাঢ় স্নানে নিত্য রত থাকা যায়—আর কোন ভাব রয়েছে যাকে আঁকড়ে থাকা যায় এমন মূর্ত আবেশস্নাত হয়ে? তিনি, শুধুই তিনি—হৃদয়ের সব ঘরই যখন তাঁরই স্বর্শে ভরপুর হয়ে উঠবে, দিব্য আলোয় মূর্ত হয়ে উঠবে সব প্রকোষ্ঠাদি—তখনই জানা যাবে কেমন হয় তাঁর অধিষ্ঠানের ক্ষণগুলি। কেমন হয় সে অবস্থা যখন তাঁর দিব্য স্পর্শে, দিব্য গুণান্বিত হয়ে ওঠে জীবন। কেমন হয় মনের আবহ, কেমন হয় প্রাণের আকুতি, কেমনে কার্যায়িত হয় বুদ্ধির নবীন প্রয়াস, কেমন হয় জীবনের গতি—এসব শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাতেই সঠিক বোঝা যাবে। তখন অশ্রুনির্ঝরণে নিয়ত আন্তর-ক্রন্দন, নাকি উন্মাদনায় অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ, অথবা শান্ত সুষমায় বিধৃত হয়ে জাগতিক দৃষ্টির অলক্ষ্যে পরম অভিনব ধ্যান নিমগ্নতার জীবন যাপন—নির্ভর করবে কেমন প্রেরণার সন্দেহ জীবনকে অধিকার করবে। জীবন যখন তিনি মুখর হয়ে ওঠে সে জীবনটি কার? কে সেই জীবনের অধিকারী, কর্তা? মানুষটি না কি তিনি স্বয়ং? বোঝা যাবে যদি সেই আলোকের পরশ, সেই ছন্দের গতিতে জীবন আপ্লুত হয়ে ওঠে। সার্থক হয় সেই জীবন যার হয়েছে এমন পরিণতি। কে সে? মানুষ?—না কি মানুষের অবয়বে, মানুষের স্বচ্ছন্দ আবহে লালিত দিব্য প্রাণ?—যদি মানুষই থাকবে তবে জগৎ-নির্ভরই তো হবে, ব্রহ্মনির্ভর নয়। একান্ত ব্রহ্ম-নির্ভরতায় মূর্ত হয়ে যদি ব্রহ্মভাবেই ভরপুর এক চলমান জীবন জগতের এই ধূলিমাখা পথ দিয়ে হেঁটে চলেন তবে বুঝতে হবে এ জীবনে বাহ্য আকৃতি রয়েছে মানুষের, অন্তরটি হয়ে গিয়েছে দিব্য সুষমায় ভরপুর; বাইরের খোলসটি মানুষের, ভিতরের চেতনা দিব্যের।

সভ্যতার আদিপর্বেই হয়েছিল দিব্য এই জীবনের সূচনা। ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মভাব এই দুইটি প্রবণতায় ভেসে গিয়েছিল ঋষিদের জীবন। অথচ একান্ত মনুষ্য ব্যবহারস্নাত ছিল এ জীবনগুলি। মহৎ জীবন মহিমায় ভরপুর হয়েছে এঁদের জীবন। জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল এঁদের? ঋষি বলেছেন অমৃতের পুত্র এই মানুষ, অমৃতময়ই হয়ে উঠবে। তার সব কাজই অমৃত আস্বাদী হবে। জীবনের চলার পথে প্রতি নিয়ত চেতনার জগৎ মন্থনে উঠে আসে গরল ও অমৃত যুগপৎ। কোন্‌টি নেব? অমৃত ও গরল এই দুই সম্পদের কোন্‌টি নিজের আর কোনটি ব্রহ্মাপর্ণের জন্য। ঋষির অমোঘ দৃষ্টিতে ঐ গরলও অমৃতবৎ। গরল অমৃতেরই আর একটি অবস্থা। যেমন আঁধার হল আলোরই একটি অবস্থা। তাই গরল, অমৃত তুল্যমূল্য। অথচ যদি তাঁকে অর্পণ করতে হয় তবে তো খাঁটি বস্তু, নিরেট বস্তুই অর্পণযোগ্য। এজন্যই তাঁকে দেব অমৃত। ব্রহ্মাপর্ণের জন্য অমৃত সম্পদ, আর জীবন যে সমস্যার ভার সৃষ্টি করেছে,

যে সব গ্লানি কর্মফলাকারে ফিরে এসেছে সে ফলের স্বাদ তো একান্তভাবে এই জীবনেরই প্রাপ্য। ঋষির প্রতিদিনের সাধন-ধ্যান-যজ্ঞ-জ্ঞানচর্চার আহৃত ফল—অমৃতসম্পদ তাই নিবেদন হয়ে প্রণতিরূপে এসেছে ব্রহ্মপদে, ব্রহ্মাপর্ণে।

স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত এই জীবনের পটভূমিতে কেমনে সম্ভব সার্বিক অর্পণ, সমর্পণ? মানবিক স্বাতন্ত্র্যই জীবনের ভিত্তি। মানবিক স্বাতন্ত্র্যের মূল চালিকা শক্তির উত্থান হয় বাহ্য পরিচয়ের বীজ, ব্যক্তির অহং থেকে। সমর্পণের পর্বে অহং রূপ বদল ঘটিয়ে নতুন ভেক ধরতে অভ্যস্ত রাবণের মত, সীতাহরণের প্রয়োজনে ত্যাগী ব্রাহ্মণের ভেক ধারণ করে কাজ হাসিল করতে পটু অহং। অহং আত্মসাৎ করতে ভীষণ পটু। সবকিছু নিজেই হজম করতে পারে। ভগবানের ভাব ও ভাবনার উদয় হলে অহং সেটিকে হজম করে নিয়ে ভক্তের দাবী, ভক্তের বিশিষ্টতা প্রয়াসী হতে পারে। এটিকে বিচারের দ্বারা নিরসন করার একটি ধারা রয়েছে। এই ধারার বৈশিষ্ট্য হল বিচার করে কোনও কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন। সমস্যা হ'ল বিচারের ফল পক্ষে বা বিপক্ষে যেতে পারে। অথবা বিচারটি জাগতিক মাপকাঠিতে যা কিছু বরণীয়, ইপ্সিত রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেও হতে পারে। এই বিচারপর্ব মানবিক মূল্যবোধ, জীবন প্রতীতি বা অহং-এর দ্বারা রঞ্জিত হয়ে যাওয়া বহুক্ষেত্রেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাই এই ধারা বিপদ সঙ্কুল।

অপর ধারাটি হল উন্মুক্ত বিহঙ্গের মত ভেসে চলা ব্রহ্মনির্ভর হয়ে, ব্রহ্মাকাশে। এই ধারার ফলবর্তী হল সেই অবস্থা যেখানে ব্রহ্ম নির্ভরতা ক্রমে চূড়ান্ত রূপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ভরতা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় নির্ভরতা ঘুচে যায়। জগৎ জীবন সমাজ সভ্যতার হাতছানি ম্লান হয়ে যায়। এর ফলে উন্মুক্ত অন্তরীক্ষে ভাসমান চৈতন্যসত্তা হয়ে বিরাজ করেন ইনি। নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, উন্মোচন করা, যেমন অসীমের পানে এগিয়ে চলে নক্ষত্রের আলোক বুদ্‌বুদ্‌। নিজেকে মেলে ধরার অর্থ হল সব আবরণ উন্মোচন করে দেওয়া— বাইরের, ভিতরের। তাঁরই নিষ্পন্দ, নিথর আবহে যেন নিজে বিলীন হয়ে যাওয়া, যেন কর্পূরের মত উবে যাওয়া অথচ সেই অসীম, অনন্ত সত্তার একান্ত সেবার পাত্র হয়ে যাওয়া। তাই তাঁরও হয়ে ওঠে অনন্তের সান্ত সহযাত্রী হয়ে শাশ্বত আবর্তে আবর্তিত হওয়া। এ যেন অপার আনন্দের সমুদ্রের একটি অখণ্ড ঢেউ হয়ে আনন্দের বাণীকে সুর মূর্ছনায় ছন্দিত করা; জীবনের সবটুকু নিয়ে মহাজীবনের অঙ্গে অঙ্গে মিশে যাওয়া।

ভাগবতী স্পর্শেঃ সেই যেমন হয়েছিল ব্রজে। তাঁরই আহ্বানে এসেছিল সমর্পণের প্রেরণা। জেগেছিল হৃদয়ে অদমনীয় আকর্ষণের ঢেউ বাঁশির সুর লহরীতে। বাঁশীর আহ্বান পশেছিল কর্ণমূল ভেদ করে হৃদয়ের গহীন গুহায়, যেখানে আবার সেই অনুপম ছন্দে, সুরে স্পন্দিত হয়ে চলেছিল তাঁরই শাশ্বত দ্যোতনা। বাঁশী বেজেছিল হৃদয়েরই মাঝে, স্পন্দিত আবেশে, সৃষ্টি করেছিল অনবদ্য আকর্ষণ। হৃদয় বলছে, শোন ঐ বাঁশীর ধ্বনি—এটি যে অন্তরে-বাইরে মিশে গিয়েছে—ঐ এসেছে তাঁর আহ্বান-চল, চল, চলে যাই, হয়ে যাই তাঁরই একান্ত নিবিড় প্রকাশদর্পণ। যিনি অন্তরে নিবিড় ধ্যানে এযাবৎ নিজ মহিমায় মুগ্ধ অবগাহনে রপ্ত ছিলেন তিনি তাঁরই কৃপাপরবশ রূপবান মূর্তি ভাস্বর হয়ে এখন হৃদয় মন্দির দ্বারোৎক্রান্ত হয়ে পরম আদরে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন তাঁরই আলোকস্ফুলিঙ্গকে। যিনি বাঁশি বাজিয়েছিলেন আজ অন্তরের সুপ্তলোক থেকে ঐ বাঁশিরই আহ্বানে তিনিই নির্গত হয়েছেন জীবনের বৃত্তির দখল নিতে। তিনি উদাসীন আবহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছেন পরম আদরে বরণ করে নিতে জীবনের প্রকাশকে। যেন বাহ্য সূর্য আলোর ডালি নিয়ে এসে উপস্থিত আন্তর সৌরমণ্ডলে, আর পরম আপনত্বে আন্তর সূর্যের সত্তায় বিলীন হয়ে চলেছেন।

এমন মধুর এই আবহ যদি উদয় হয়ে থাকবে তবে আর বাইরের স্বাতন্ত্র্য কেন? কেন বাইরের নানা দামামা ধ্বনির মূর্ছনায় নিত্য ধ্বনিত হয়ে মূর্ত আগ্রহে ছুটে চলেছে অপর, অন্য সত্তা? এর অবসান তো চাই এখনই। কেমনে হবে জীবনধ্বনির শাশ্বত ধ্বনির অবয়বে মিশে যাওয়া, একই হয়ে যাওয়া, থাকা? প্রচেষ্টার কথা, উদ্যোগের কথা, সাধনের কথা রয়েছে। প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, সাধন কী পারে? প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, সাধন ব্যতিরেকে কেমন ভাবে তাঁর হয়ে ওঠা যায় সেটি অনুমান সাপেক্ষ অথবা অভিজ্ঞতা-নির্যাস উপদেশ সামর্থী। কেমনভাবে তাঁর হয়ে ওঠা হবে সেটির কথা বহু কণ্ঠে, বহু মাত্রায় হয়েছে আলোচিত। তিনি প্রকাশিত হয়েছেন নানা কণ্ঠে, নানা কলমে, নানা জনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের নিরিখে। তিনি স্বয়ং ধরা দিয়ে, আলো হয়ে আলোকবর্তিকার শরীরে হয়েছেন যখন নিষ্পন্দ, উদয় হয়েছে উপলব্ধির সূর্য। তাঁর আলোতে তাঁকেই বুঝে নেওয়ার প্রয়াস পর্বের হয়েছে সূচনা।

স্পর্শ পেলেই হয় জাগরণ। এ যেন জিয়নকাঠির অনবদ্য ক্রীড়া। জিয়নকাঠির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে শরীরস্থিত স্তিমিত কোষাদি, প্রাণকোষ, মনকোষ, বিজ্ঞানকোষ। মূর্ত আনন্দে বিহ্বল করে দেওয়া ক্ষণগুলির মিলিত মালা যেন মূর্ত করে তোলে জীবনের সব বৈচিত্র্য ও সম্পদ বিধৃত অবলম্বনকে। জীবন্ত হয়ে ওঠা হয় চৈতন্যের। অন্ধকারের কারাগারে যে চৈতন্য ছিল আবদ্ধ, নিত্য জগৎ-সরসতায় বন্দী, আজ তার কারান্তরাল থেকে বাইরে আসবার জন্য অর্গল মুক্তির দিন। চৈতন্য জিয়নকাঠির পরশেই ফিরে পায় তার নিজ সত্তা, নিজ অস্তিত্বের সারকে। আবিলতা সরে গিয়ে ফুটে ওঠে নিজস্ব বিশুদ্ধতায়। বাসনার কালিমা, কামনার বন্ধন

মুক্ত নয়, এখন এগিয়ে যাওয়া, অন্তরের গহন গভীরে, পরম সূক্ষ্মতায় এগিয়ে যাওয়া নিজেরই মধ্যে। আর এই এগিয়ে যাওয়াই আবার তাঁকে আন্দোলিত করে তাঁর অনন্ত অস্তিত্বের শাশ্বত উপস্থিতিতে ক্ষণমাত্রার আহ্বানকে আবাহন করে নেওয়া। যেমন হল শুদ্ধ চৈতন্যের এগিয়ে যাওয়া, তেমনি খুলে যাওয়া সেই শাশ্বতের দ্বার যে পথে হয় তাঁরই এগিয়ে আসা। আবাহনের ধারায়, মুগ্ধ অবগাহনে চৈতন্যের পথে, শুদ্ধ চৈতন্যের সমীপে পরম চৈতন্যের এগিয়ে আসা দিয়েই তো নতুন জীবনধারার শুরু। বহু বহু, অন্তহীন প্রসার নিয়ে এই মিলনপ্রয়াস এগিয়ে চলবে। অভীপ্সার পরশে স্পন্দিত হতে নয়, পরম আদরে অভীপ্সাকে বরণ করে একাত্ম করে নিতেই তাঁর এগিয়ে আসা।

যে সত্তা এগিয়ে চলেছে তাঁরই পানে, উন্মুখ হৃদয়ে, এগিয়ে এসেছেন। তিনি সেই সত্তারই পানে পরম স্নেহে, সাগ্রহ ভালবাসায়। অভীপ্সায় জেগেছিল আকুতি, মিলনে জেগে উঠল প্রেম। যে আকুতি অভীপ্সা-শরীর হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তার ছিল না কোনও দণ্ড, না কোনও আবরণ। উন্মুক্ত, উন্মোচনে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনাবিল সে অন্তরে জাগ্রত অন্তরাত্মার কাছে নিজেকে করেছে অসীম আগ্রহের এক প্রসাদবিন্দু। আগ্রহকে করেছে আরও নিরেট প্রতিনিয়ত। যে মাত্রার আগ্রহ দিয়ে এই যাত্রার হয়েছিল শুরু তার আগ্রহকে ছাপিয়ে এসেছে নবতর আগ্রহের ঢেউ। এগিয়ে চলার আগ্রহ, কলেবরে ফুটে ওঠার আগ্রহ, অভীপ্সার আগুন সদাপ্রজ্বলনের আগ্রহ হয়েছে ক্রমে দীর্ঘায়িত, সুদৃঢ়। আগ্রহই সৃষ্টি করেছে প্রয়াস সামর্থ্য, জাগ্রত করেছে প্রাণ-শক্তি, মন-নিবেদন।

ব্রহ্মেরই আশ্রয়ে, ব্রহ্মের আধারে ব্রহ্ম আস্বাদন ব্রহ্ম সম্পদেরই কৃতকর্ম। তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর প্রেরণার সাগর রয়েছে। রয়েছে তাঁরই নানারূপের দ্যোতনা। যেন প্রতিবিম্ব হয়ে বিরাজ করা। এক সূর্যের বহু প্রতিবিম্ব যেন সূর্যের আশ্রয়ে বিরাজমান। সূর্যকে বেষ্টন করে রয়েছে, অথবা সূর্যের স্পর্শে স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করছে। প্রতিবিম্ব হয়েছে যেন বহু। একেরই রূপে একাকার ঐসব প্রতিবিম্ব সূর্য। যেমন সূর্যের স্বভাব, প্রতিবিম্বও হতে চেয়েছে তেমন। সূর্য যেমন দীপ্তিময়, প্রভাময় হয়ে ওঠে, তেমনিই হয়ে যায় প্রতিবিম্বের দীপ্তি ও প্রভার প্রবণতা। যেন, সূর্যভাবতন্ময়তায় ভরপুর হয়ে যাওয়া। সূর্য ভাবতন্ময়তায় ভরপুর হয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠা, জগতে কিরণে দীপ্তি নিয়ে বিরাজিত হওয়া। প্রতিবিম্ব অস্তিবান মূল সূর্যের জন্যই। মূল সূর্য যদি অস্তিত্ববান না হয় তবে প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মূল সূর্য যেমন অবয়বে ফুটে ওঠে, প্রতিবিম্ব সূর্যও ফুটে ওঠে ঐরকম অবয়বে। মূল সূর্য ও প্রতিবিম্ব সূর্য অন্বয়ীকৃত, একে অপরে যুক্ত।

প্রতিবিম্ব সূর্য যেন মূল সূর্যের অনুগ্রহে বিরাজমান। তাই যে অন্বয়ে প্রতিবিম্ব অন্বিত হয়েছে, সেই অন্বয়টিও মূল সূর্য দ্বারা নিরূপিত। সূর্য-নিরূপিত অন্বয়ে অন্বিত হলেই তবে প্রতিবিম্বটি অধিক স্থায়ী হতে পারে। যেমন সিংহ যদি জলাশয় সন্নিকটে আসে তবে তার পক্ষে প্রতিবিম্ব অবলোকন করা সম্ভব হবে। জলাশয় থেকে সিংহ যদি সরে আসে, এগিয়ে যায় বনানীর দিকে তবে আর প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব থাকে না। প্রতিবিম্ব সৃষ্টিও হয় না, অবলোকনও করা যায় না। প্রতিবিম্বটি মূলের অনুগ্রহ সাপেক্ষ।

মূলের অনুগ্রহ সাপেক্ষ হয়েও প্রতিবিম্ব যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বৃত। প্রতিবিম্ব একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে—যেন আলাদা। যেন এটি মূলানুগ নয়, মূল থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিবিম্ব যদি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলতে চায় তবে সেই স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হতে হবে স্বয়ং মুলকে। মূল ব্যতিরেকী স্বাতন্ত্র্য অলীক। জীবন যদি স্বাতন্ত্র্যে স্থিত হতে চায় এবং একই সঙ্গে ব্রহ্মময় হয়ে উঠতে চায়, তবে জীবনকে হতে হয় অখণ্ড ব্রহ্ম-সঙ্গী। ব্রহ্মবৎ প্রতিবিম্ব হয়ে বিরাজ করলে জীবনের চলার পথকে বরণ করে নিতে হয় ব্রহ্মকেই। এটি আর প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব নয়, এ যেন স্ফুলিঙ্গ একই বস্তু, কিন্তু শক্তি বিশেষে অবস্থানস্বাতন্ত্র্য। যেমন অগ্নি ও তার সহজাত স্ফুলিঙ্গ।

স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় অগ্নির শরীর থেকেই। অগ্নির যে গুণাবলী, স্ফুলিঙ্গেরও রয়েছে সেসব গুণাবলী। অগ্নির রয়েছে মূলের সামর্থ্য ও ব্যাপ্তি। স্ফুলিঙ্গের সামর্থ্য ও ব্যাপ্তি মূল অগ্নি থেকে আহৃত। স্ফুলিঙ্গ অগ্নির মত হয়ে উঠতে পারে যদি তাৎক্ষণিক সহযোগ এসে যায়। অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিতে উন্নীত হবার উপযুক্ত সহযোগী আবহ যদি মিলে যায়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে অগ্নিরই মত ব্যবহার করে। অগ্নির যে মৌলিক ধর্ম, এরও সেই একই মৌলিক ধর্ম। অগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নির বিধ্বংসী সম্ভাবনা, অগ্নির আলো বিকিরণ ও তাপ বিকিরণের সামর্থ্য সবই স্ফুলিঙ্গের অগ্নিতে রূপান্তরিত অবস্থায় এসে যায়। অগ্নির শুদ্ধ, শুভ্র, লেলিহান শিখার বিশুদ্ধ দহন কার্যটিও এখন সম্ভব।

ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জীব যদি জীবনে ফুটে ওঠে তবে তার মধ্যেই নিহিত থাকে ব্রহ্মেরই সম্ভাবনা। জীবনের মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থান জীবকে করে তোলে ব্রহ্মধনে ধনী। ব্রহ্মপ্রসাদে জীবন থাকে ভরপুর। হয়ে যায় ব্রহ্মসম্ভাবনার পরম আদরণীয় ক্ষেত্র। জীবন ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ হয়ে অব্রহ্মোচিত কার্যাদির মধ্যে কীরূপে তবে মগ্ন থাকে? ব্রহ্ম নিরপেক্ষ অথবা ব্রহ্মবিরোধী কাজই অব্রহ্মোচিত কাজ। ভগবানে নিঃস্বার্থে নিবেদিত মন ভালবাসায় হয়ে ভরপুর করবেন জীবনেই শিব লাভ।

—ঃঃ—

The Cosmic Mind

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

Antagarbhah charati devata su.
Abhutoh bhutah sa u jayatae purnah.
Sa bhuto bhabyam bhabishyat
Pita utram pra bibesha sharchivih. (Ath. V. 11-04-20)

The supreme force consolidates its presence in focus.
Force of life happens in the right direction of the pattern.
Existence has spread in its own way to grow into the life.
It happens whenever the spirit works out to be the promise of growth.
Sustenance of the present life had its roots in the cosmic spirit.
Once that was the usual growth pattern as recognized in the flow.
As a human father has usual pattern of approach to life.
Powers and energy of life come up to the pattern of some lives.

It is thus the collective force that resolves around the factors in the way of getting things aligned to the process of life. The collective focus of the nature is thus tuned in a pattern which penetrates through the subjective focus of the collective lives. As such, that happens in the pattern of the world to get revealed in each of the pattern to take into its own dimensions of life.

Ekam padam na utah svidati
Salilat hamsa utcharan yat angah
Satam uta svidatae na eva audya na sehah
Syat nah ratri naham syat no byuchhetah kada chan. (Ath. V. 11-4-21)

The swan of cosmic life infuses the flow of energy across.
Whatever is the form of the expressed life the intrinsic gets ignited.
With the power of occurrence in the world it works out as close.
In the realm of its getting emergence to the full form of vitality
Life force at the unit now finds full concurrence to the whole.
That cosmic wish now spreads into the power of each element to grow.
It is now time to have the effect of growth on every aspect of life.
The vital shades backlash on the factors of living on earth system.

The cosmic wish thus constitutes to get aligned to the factors of life in the realm of the cosmic emergence. The animals of varieties have their own ways to the fulfillments in a particular way to rediscover factors of life. It is that factor which opens up in a way that construes to the new meaning of the process of life or the gross life. Objective focus of the realm was the cause but in its own way it could be the focus and objective of life that makes it happen in the new world. At a time when the factors of such realization would penetrate into the viable and meaningful context of

the era of lives that would unfold into the horizon of lives. As such it is to be perceived to understand factors differentiating one of the aspects of growth to the other. The primary and cardinal entity in the entire nature's arrangements is such that it can penetrate into the overall dimensions of the world in its original form.

Faith and Trust:

Meaningful living happens when life's boat takes the transit to the shore. As such it will not appear to be horrible act on the part of the earth system to make things happen and to have the joy of being in the world. Expectations of gain, the factors of victory in the journey of life and that perspective which would make a point of finding meaningfulness in it. Misery, alienation, deprivation collectively or singularly make things worthy of the taste of sweetness in life. It makes to the honey of life when such a factor leads to the understanding the sweetness of life.

'Ye trishaptah pariyanti viswa rupani bibhratah,
Vachaspatih valah tesham tanvoe audya dadhatu me.
Punah ehi vachaspatae debena manasa saha
Vasouspatae ni ramaya mayae vastu mayi shrutam.' (Ath. Veda. 11.4.22)

The cosmic spirit takes up divine abode over time.
Strength of life to germinate and grow into the blossoms.
The factors of such elements of life yields to grow into full.
As such the cosmic dynamism figures into the elements of life.
Cycles of life grows into the functions of life to garner knowledge.
Inspired existence focuses on the elements of functional right.
The divine spirit can find the elements of growth and fulfillment.
Divine focus on life processes through the factors of vital strength in life.

The famous work of Albert Camus, 'Outsider' begins with :

"My mother died today, or may be yesterday, I don't know. I received a telegram from the old people's home. 'Mother deceased Funeral tomorrow. Very sincerely yours.' That does not mean anything. It might have been yesterday".

Absurdity remained at the core of things. Camus had echoed the vibrations of each life and used to converse to the factors of life in such a way that life begets responses from its own thoughts or deeds in the manner of intrinsic factors of life in the realm of life to grow full.

Parthivasya rasae deva
Bhagasya tat no balae.
Aayusyam ausma augnih surayah
Barchaya dhata vrihaspati. (Ath. V. 2.29.1)

The cosmic sustenance of energy inbuilt in lives.
Factors of such functional dimensions of things to happen.
In the flow of the force of life gets the process of yields within.
For the factors of this in a while it begets the power of life.

Effective to the elements of life let divinity offers its grace.
It was the spirit of things to happen with the pleasures
Love for the creation and that revealed through its oneness
Happens along the fine awards of gift of senses for life.

Life now provides the meaning in the factors that attempt to converge in the domain that covers the aspects of requirements of life. It is such that the factors of life lived properly would take out to the functional realm of life to induce the factors that find its locus of life into the fullness of work and output there. The focus of life as such would reach out to the core meanings of the life in the manner if wishes to. Thus the wholesome view of life stands inclusive of the basic functionalities of our cosmic system. The relation between emotional connect and perceptive dimensions of life in the flow of life into specific streams. Achievements, success, liberty among the set of empirical tenets and certain dimensions of the eternal principles of living life, shall factor into certain aspects of world life.

Integrity:

The issues of futility of life had gripped young European minds during some part of nineteenth century and a major part of twentieth century. Personal selfish thoughts really became important in the gamut of things. Drawing inspiration from the previous or past generations had to take back seat to the spirit of joy in life in the current period of living. Enjoyments to all spectrum of life became as such extremely important. What Meursault had thought that Maman, his mother that she had gone off life. Meursault did not feel any special sense of attraction in mind about his mother on her death. He just made his presence upto coffin and followed guidance of seniors. However he did not neglect any advise or denied anyway. He was just neutral.

Aayuh asmoi dhehi jataqvedah.
Prajam tvashthah audhi nidehi ausmoi.
Rayasposham sabitara suba ausmoi.
Shatam jivati sharadah tabayam. (Ath. V. 2-29-2)
The cosmic endowment makes individuals live long life.
The impact of evils on the factors of life be maintained.
Sustenance for life grows on scales of the orientations.
Life grows in the realm of the entire spectrum of nature.
Mother earth has maintained the continued support to lives.
Let the lives complete century each and enjoy pleasures.
The elemental touch would thus be accumulated into each.
Wisdom spills into the factors of lives at its origin and spread.

The meaning lost from life creates its significance in the spread of things over the flow of life. Joy lost from life makes it rootless. Person now would find extreme difficulty in being mentally constrained. A kind of bewilderedness develops in the person. From an early age if a person does, maintain a mood of happiness she or he finds fulfillment.

Aashih na urjam Utah sah prajah
Austam deksham dhattam dravinam sachetasou.
Jayam kshetrani sahasa ayam Indram
Krinvano aunyan audharan sapatnan. (Ath. V. 2-29-3)

Cosmic consciousness stimulates the power of wisdom.
Thoughts, works, strengths of the mind get infused across.
In the factors of such powers are such strong process gained
As to the making of wide ocean of consciousness present.
The mind thus inspired gains further in the spirit of the world.
Individual consciousness now endorses the spirit of the divine.
In the process the factors of life have attained the height.
Human excellence now is possessed of the care of Cosmic Mother.

The world experiences the waves of collective sentiments at times. When a section of people finds its role difficult in the gamut of human journey, it makes huge influence on the life and patterns of human society in the race of things to acquire, possess, and perpetuate. A wider aspect of the sensations and leading sentiments would make one understand the nuances of the distinct pattern of living that fully plunges into the depth of possessing something meaningful and contributing to the features and factors of life. The post-European renaissance period made many things happen through creative contributions of people, otherwise less active, inactive, or sleepy people thereby may find ways to get revealed or get exposed to the world of happiness in a way that contributes to life.

Beyond Nothingness :

The era of depression and deprivation in Europe was strongly influencing to the minds of people in the world. It was in particular the period between 1929 and 1939 termed as the period of Great Depression had rolled over the world with massive economic crisis. The youth in particular had suffered lack of job or joblessness. Those reductions, closed down of industrial output and leading to the crash of economic coordination system. 1929 crash of the Wall Street had set the ball of depression rolling from the United States and had its direct thrust on the collaborative, competitive and otherwise conflicting economic activities. The recent problem with Iran-Israel-USA war and consequent disruption of the trade and supply route also created massive disruptions.

Yat idam bhumyah audhi trinam vatoh
Mathayati evam Madhanami tae mano.
Yatha mam kamini ausou
Yatha mat na aupaga ausah. (Ath. V. 2-30-1)

As the air has the power and capacity to blow off,
A thin blade of grass gets waved off by gentle air.
The cosmic mind at its natural elemental fragments
Can wave off the cosmic mind and carries it down.

The cosmic spirit yields to the revealed truth of the world.
The forms of organs and existence possess the factors of life.
In the event of its flourishing into its culmination constantly.
Let the divine mind element into the human mind.

Factors such as increased burnout, confused on the authoritative identity, losing meaning of life. In his short span of painful tubercular impactful life, Soren Kierkegaard found life meaningless. His lesson of life was to understand life in its backward but to have the full meaningful life it lived forward. This view had a long influence from the European influence in minds and its impacts.

Yat auntaram tad bahyam
Yat bahyam tat auntaram.
Kanyanam visvarupanam
Manoh grivayo oushadhi. (Ath. V. 2-30-4)

The contents of person's intrinsics are invited
To touch the factors of character and behavior within.
As such, the outward behavior patterns through the new,
The intrinsic that has gone into its combination,
The external factors drawn in would be a part of internals.
The elemental nature breeds into the mind of the individual.
The natural power of the greens has forced into the context
On the waves of the natural elements, let mind get deluged.

Jean-Paul Sartre developed the belief that existence matters most. His view that 'Existence precedes Essence'. This puts primacy to the attainment of a person in the context of the world. As Sartre understands and puts it as that 'humans are condemned to be free' - this view had a long impact on the youthful European minds. The philosophy of existentialism was put across so effectively and caught by the young minds of Europe. Young people took immense amount of mental position on it and derived courage and support towards making things organized and happen in a way that made many people believing the fact of destiny that could be created through individual efforts and impacts of the spirit of arousal in the mental framework. Thus, the refusal of 1964 Nobel Prize in Literature by Jean-Paul Sartre had the penetrating impact on the souls hungry of faith and integrity.

Godly Mind :

The rational paradigm of European Era of Depression had its strong breakthrough across the factors of life and the possessions that help in developing basic paradigm of identifying the fundamentals of a being. Being-in-itself and Being-for-itself both had impacts, though on reverse order. Being gets deluged in the possessions of the person. In this way, the attention of the person goes deep into the dimension of the being partly and the focus of the possessions partly. Sartre had the basic assumption that humans are not barred of a predefined purpose. Rather the gradual ascendance on the scale of time in the life of the person induces ideas that would ultimately get into the meaning so freedom of thought could lead to greater thought. Nietzsche's philosophy could be a balm to this nothingness having believed to not just survive but grow into the full.

Yah Ishoh Pashupatih pashunam
Chatushpadam Utah yah dwipadam.
Nishkritah sa yajniyam bhagam etuh.
Rayasposha yajamanam sachantam. (Ath. V. 2-34-1)

The cosmic spirit dwells in the being of individuals.
As of the efforts of intense look out for the intrinsics
In the becoming of the individuals tuned to the world.
It operates everywhere on principles of total dedications.
This universe makes habitual for all types of lives spread across
The plants, animals, microbes, larger entities all are maintained.
Lord of the world would look into the dimensions of the earth.
For humans it would thus penetrate into the depth of minds.

The Romanic slavery in ancient period had reached such a high proportion that almost one-third of the Italians had to face the fate of getting identified as property, not people. Though the process of acquisition and perpetuation of the slavery system had legal mandate, there were cases of getting freedom from the slavery.

Yae badhyamanam aunu didhyanah.
Aunvaekshantah manasa chakshusha cha.
Augnisuthanam augrae pra mam uktah devoh.
Viswkarmah prajayah sam raranah. (Ath. V. 2-34-3)

In the process of the progression of lives it concerns.
The factors of growth in dimensions have spread across.
Illumined persons on earth are those who makes it happen.
In the acts of exploration of the greater heights, it performs.
The divine spirit now focuses on the parametric growth.
The power of human mind thus glows through the events.
The universal factors of mental freedom thus focuses on each.
The legacy thus created of liberated mind attains the highest peak.

The sages of ancient Indian Vedic civilization had it in their minds that every human person is born of humans in the usual sense of the term, however, eternal divinity remains within each such person. The elemental divinity is such that its presence can only be sensed or realized. It does not have any empirical existence but continues to guide and support once the mind and heart is induced to. The divine within has the factor of the universal and cosmic spread. Once the mind and heart are inclined to have love for God and cares God in life and activity, the person actually gets elevated in life.

The existentially bound mind or the mind with nothingness can at best induce for a short while but its impact on that diminishes or fades to decay on a longer pathway. Faith in God, love for God, devotion to God magnifies and expands the horizon or the canvas, the person making her or his mind not only pure divinely but strongly magnanimous in real sense. This person is above selfish identity of being and turns BEING WHOLESOME.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st October 2026
Ashwin–1433
Vol. 24. No. 6

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১১ই অক্টোবর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.